সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ১৮ মার্চ ২০২৪ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ২৫-২৬

www.weeklyarafat.com

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ২৫-২৬
* বার : সোমবার

◈ ১৮ মার্চ-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৪ চৈত্র- ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ০৭ রমাযান-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **সাদাক্বাহ্ বন্টনের খাতসমূহ**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **ই‘তিকাফ : মহান আল্লাহর নৈকট্যের আশায় নির্জন ‘ইবাদত**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- **প্রবন্ধ :**
  - **সিয়ামে রমাযান : জরুরি মাসায়েল**
    গ্রন্থনা : মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১১
  - **রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা**
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৬
  - **সিয়াম : তাক্বওয়া অর্জনের পথ**
    মো. কায়ছার আলী- ২১
  - **যেমন ছিল সালাফদের রমাযান**
    মাযহারুল ইসলাম- ২২
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - **দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী**
    আবু সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৫
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **যে রাতে নাযিল হয়েছে আল কুরআন**
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৮
- **সমাজচিন্তা :**
  - **হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা– কোন পথে মানব সভ্যতা?**
    সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ২৯
- **কিশোর ভুবন :**
  - **আমি বরকতময় রাত!**
    মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ
    অনুবাদ : হাফিজুর রহমান- ৩৫
- **নিবন্ধ (সালাত আদায় করার সঠিক পদ্ধতি)** ৩৭
- **কবিতা** ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৪

সম্পাদকীয়

অবারিত কল্যাণের মাস রমাযান

হিজরি নবম মাস রমাযান। এ মাস আগমনের সাথে সাথে আসমানের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জান্নাতের অষ্টতোরণ অবারিত করা হয়। জাহান্নামের সপ্তস্তবক বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে করা হয় শিকলবন্দি। করুণার আধার দয়াময় মহান আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা হয়– হে কল্যাণকামী এগিয়ে এসো! ওহে অকল্যাণকামী তুমি থেমে যাও! এ মাস নেকির প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হওয়ার মাস। যারা ভালো কাজ করতে চায়, বেশি বেশি নেকি অর্জন করতে চায়, অতীতের গুনাহ থেকে মুক্ত-পবিত্র হতে চায়, ভয়াবহ জান্নাম থেকে মুক্তি চায় এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে রাইয়্যান নামক বিশেষ তোরণ দিয়ে চির সুখের জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভের সব ডালি সাজানো এ রমাযান মাস। পক্ষান্তরে এহেন সুবর্ণ সুযোগ অবারিত থাকার পরও যেসব নরাধম শয়তানের পথ ধরে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, পাপাচারের অন্ধকার তিমিরে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়, নেকি অর্জনের সুবর্ণ সুযোগকে অবমূল্যায়ণ করতে বেশি আগ্রহী, জান্নাতের মসৃণ পথ বাদ দিয়ে জাহান্নামের পিচ্ছিল পথে হাঁটতে ভালোবাসে, তাদেরকে এ মাসের আগমনের সাথে সাথে কঠিন হুঁশিয়ারী দিয়ে বলা হয়– হে অকল্যাণকামী! রহমতের এ মাসে তুমি পাপাচার থেকে বিরত হও! এ মাস নাফরমানি, ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য নয়; বরং এ মাস বেশি বেশি নেকি অর্জন করে মহান আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হওয়ার মাস।

রমাযান মাসের মর্যাদা বাড়িয়েছে মূলতঃ দু'টি বিষয়। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা আসমানি হিদায়েতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআন নাযিলের জন্য এ মাসকে নির্বাচিত করেছেন। ফলে কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে এ মাসের মর্যাদা অন্য মাসের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। কুরআন যে ফলকে রাখা হয়েছিল, তা লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকের মর্যাদা লাভ করেছে। কুরআন বহনকারী ফেরেশ্‌তা শ্রেষ্ঠ ও রূহুল আমীন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তিনি নবীকুল সম্রাট ও মানবজাতির সরদার মনোনীত হয়েছেন। আর যে উম্মতের উপর এ আসমানি হিদায়েত এসেছে তারা শেষে আগমনকারী হয়েও অন্যান্য উম্মতের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হবেন এবং জান্নাতে আগে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন। তাইতো রমাযানের যে রাতে এ কুরআন নাযিল হয়, সে রাতকে ক্বদ্‌রের রাত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নামকরণ করেছেন এবং এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন। সৌভাগ্যবান তাঁরাই যাঁরা এ মহিমান্বিত রাত জেগে 'ইবাদত করে ঘোষিত মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেসব ভাগ্যবান নেকবান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন –আমীন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় 'ইবাদত ইসলামের ৪র্থ রুকন ফর্‌য সিয়ামের জন্য এ রমাযান মাসকে বেছে নিয়েছেন। বান্দা যত প্রকার নেকির কাজ করে তার সাওয়াব বা প্রতিদান একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে দেওয়া হয়। তবে রমাযানের সিয়ামের বিনিময় ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা নিজে এ মহৎ 'ইবাদতের পারিতোষিক দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন– বান্দাতো তার খাদ্য, পানীয় ও প্রবৃত্তির চাহিদা আমার জন্য ত্যাগ করে। তাই আমিই তার এ সিয়ামের বদলা দেবো। আহ! মু'মিন বান্দাগণের জন্য এটি কতইনা সৌভাগ্যের বিষয়, যদি আমরা বুঝতাম! দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে ক্ষমা করতে চান, জান্নাত উপহার দিতে চান, তাঁর সন্তুষ্টি দিয়ে ধন্য করতে চান; কিন্তু অধিকাংশ বান্দা শয়তানের খপ্পরে পড়ে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এটি বড়ো আফসোসের বিষয়।

রমাযানে সিয়াম পালন করুন! বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন। জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। রাতে সালাতুত তারাবীহ আদায় করুন। প্রতিদিন দানকারীদের তালিকায় আপনার নাম লিখান। সায়েম বা রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করান বা খাদ্য খাওয়ান। যথাসম্ভব মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াতী কাজে কিছু সময় ব্যয় করুন। তাসবীহ, তাহলীল ও যিক্‌র-আযকার দ্বারা জবানকে তাজা রাখুন। সম্ভব হলে ই'তিকাফ করুন। আর যাদের পক্ষে সম্ভব এ মাসে একটি 'উমরাহ্ করুন, হজ্জের সমান নেকি পাবেন। সহীহ দ্বীনের পথে আহ্বান করে এমন একটি ইসলামী বই বা পত্রিকা প্রিয়জনকে হাদিয়া দিন। সময় মতো শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় পূর্ণ হিসাব করে মাল-সম্পদের যাকাত দিন! ফিতরা আদায় করুন ও জামা'আতের সাথে ঈদের সালাত আদায় করুন –ইন্‌শা-আল্লাহ রমাযানের কল্যাণ পেয়ে ধন্য হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেকির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আসার তাওফীক দিন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

সাদাক্বাহ্ বন্টনের খাতসমূহ

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"সাদাক্বাহ্ হচ্ছে শুধুমাত্র ফকির, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[১]

আলোচ্য আয়াতে الصَّدَقٰتُ (সাদাক্বাত) শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত الصَّدَقٰتُ শব্দটির শুরুতে ال এসেছে যা শ্রেণি বা জাত বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ- দানের যত শ্রেণি-বিভাগ বা জাত রয়েছে সবই এর সাথে সম্পৃক্ত। তাই তো কুরআনুল কারীমে নফল দান বুঝাতেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো হাদীসে তো সাদাক্বাহ্ বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- হাদীসে এসেছে–

কোনো মুসলমানের সাথে সৎ ও উত্তম কথা বলা সাদাক্বাহ্, কোনো বোঝা বহনকারীর কাধে ভার তুলে দেওয়াও সাদাক্বাহ্।[২]

তবে শব্দটির পূর্বে যেহেতু اِنَّمَا শব্দ রয়েছে যা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্টকরণের জন্য আসে। সেহেতু এখানে একশ্রেণির দানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। اِنَّمَا শব্দের অর্থ : শুধুমাত্র, কেবলমাত্র। কেউ কেউ আবার বলেন এর দ্বারা আটশ্রেণির ব্যয়খাতকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐক্যমতে এ আয়াতে সেই সাদাক্বার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা মুসলিমদের জন্য সালাতের মতোই ফর্‌য। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফর্‌য সাদাক্বারই খাত। হাদীস অনুযায়ী নফল সাদাক্বাহ্ শুধু এ আট খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত। এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে কারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখানে الصَّدَقٰتُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– ফর্‌য দান (যাকাত)।

الصَّدَقٰتُ বা যাকাতের সম্পদ কি এই আট খাতের প্রত্যেকটি খাতেই ব্যয় করতে হবে না-কি কোনো একটি খাতে ব্যয় করলেও চলবে

ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) ও প্রমূখ ইমামের মতে– যাকাতের অর্থ কুরআনে বর্ণিত আট ধরনের সকল লোকদের মধ্যেই ব্যয় করা জরুরি। কোনো এক ধরনের লোকের মাঝে যাকাতের সকল সম্পদ ব্যয় করা উচিৎ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফাহ্ ও ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে– অধিকতর প্রয়োজন ও বৃহত্তর কল্যাণ খেয়াল করে যে খাতে অর্থ ব্যয় করা অধিক প্রয়োজন সে খাতে প্রয়োজন মতো যাকাতের মাল ব্যয় করা যাবে। যদিও অন্যান্য খাতে ব্যয় করার জন্য আর অর্থ অবশিষ্ট না থাকে।

الصَّدَقٰتُ বা যাকাতের ব্যয়খাত

এক- الْفُقَرَآءِ এটি الفقير শব্দের বহুবচন। আর الفقير শব্দের অর্থ হলো– দরিদ্র, নিঃস্বম্বল ও ভিক্ষাপ্রার্থী। পরিভাষায় যার সম্পদ বলতে কিছুই নেই তাকে ফকির বলা হয়।[৩] যাদের কিছু না কিছু সম্পদ আছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় তারা হলো ফকির।[৪]

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০।*

[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০০৯।*

[৩] *কুরতুবী।*

[৪] *অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবই-২০১৮, বিষয়- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পাঠ- ৩।*

ফকির শব্দের আরো একটি অর্থ হচ্ছে– মুখাপেক্ষী। যেমন- নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন–

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী।"[৫]

সুতরাং ফকির বলতে বুঝায় যে অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ- যে নিজে নিজের সমস্যার সামাধান করতে পারে না। তার সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সংজ্ঞায় অন্ধ, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীকে ফকির বুঝানো হয়েছে। যারা অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতে– 'ফকির'-এর সংজ্ঞা হলো– যে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও চাওয়া ও যাচঞা করা হতে বিরত থাকে।[৬]

দুই- الْمَسْكِيْنِ এটি المسكين-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– দরিদ্র। পরিভাষায় المسكين হলো– যার সম্পদ নেসাব পরিমাণে নেই।[৭]

মোটকথা : যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ (অর্থাৎ- সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ) সম্পদ নেই। কেউ কেউ বলেন, মিসকীন হলো এমন ব্যক্তি যার সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণ করত যথেষ্ট নয়। অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং অভাবগ্রস্থ থাকা সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে কারো দ্বারস্থ হয় না তারা হলো মিসকীন।[৮]

মিসকীনের ব্যাপারে এক হাদীসে এসেছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, 'মিসকীন' সে নয় যে দু-এক লোকমার জন্য বা দু-একটি খেজুরের জন্য লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়; বরং 'মিসকীন' তো সেই যার কাছে এতটা পরিমাণ মাল থাকে না, যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়। যে না নিজের দরিদ্রতাকে প্রকাশ করে যে, লোকে তাকে গরীব ও হক্বদার বুঝে সাদাক্বাহ্-খয়রাত করবে। আর না সে নিজ থেকে কারো কাছে যাচঞা করে।[৯]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতে 'মিসকীন'-এর সংজ্ঞা হলো– যে অভাবী এবং ঘুরে-ফিরে লোকের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়।[১০]

তিন- ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ **অর্থ :** "এ কাজে নিযুক্ত কর্মী।

এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে বাইতুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা দেয়ার জন্য নিযুক্ত হয়।[১১] এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। তাই তারা এর যোগ্য। বলা বাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এককভাবে যাকাত গ্রহণ ও বন্টনের দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عٰمِلِيْنَ বলে যাকাত আদায়কারী সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। রাসূল (ﷺ) কর্তৃক সাহাবীদেরকে নির্ধারণ করে প্রেরণ করা একথা প্রমাণ করে যে, عٰمِلِيْنَ তারাই হবে যারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। কেউ ইচ্ছে করে নিজে নিজে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

চার- ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ **অর্থ :** "তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাদের অন্তর অনুরাগী করা আবশ্যিক।"

তারা সাধারণত তিন চার শ্রেণির হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের কিছু মুসলিম, কিছু অমুসলিম এবং এমন নওমুসলিম যারা চরম অভাবগ্রস্ত। এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর অমুসলিমদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পরিতুষ্ট রাখা প্রয়োজন ছিল। আর কতক এমন ছিল ওয়ায-নসীহত, দা'ওয়াত-তাবলীগ এবং যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও তাদেরকে ইসলামে আনা যাচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।[১২] অধিকাংশ মুফাস্সীর মনে করেন এ খাতটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনকালের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা তিনিই কেবল বুঝতে

---

[৫] *সূরা আল ক্বাসাস : ২৪।*
[৬] *ইবনু কাসীর।*
[৭] *কুরতুবী।*
[৮] *অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবই-২০১৮, বিষয়- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পাঠ- ৩।*
[৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যাকাত।*
[১০] *ইবনু কাসীর।*
[১১] *কুরতুবী।*
[১২] *কুরতুবী ও ইবনু কাসীর।*

পারতেন কার চিত্তাকর্ষণে ইসলাম ও মুসলিমের উপকার হবে।

পাঁচ- ﴿فِي الرِّقَابِ﴾ **অর্থ :** "দাসমুক্তিতে"।

আর তা হলো ঐ সমস্ত দাস যাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাদের মনিব তাদেরকে কিছু টাকা-পয়সা দেয়ার চুক্তি করেছে। আর সে দাস তা পরিশোধ করতে পারছে না। অন্যান্য উলামাগণ সর্বপ্রকার যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাসকে বুঝেছেন। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দাসমুক্তির এ খাত বর্তমানে শূণ্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এ খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন[১৩]।

ছয়- ﴿الْغٰرِمِيْنَ﴾ শব্দটি বহুবচন, একবচনে غٰرِم-এর অর্থ হচ্ছে– দেনাদার, ঋণগ্রস্ত।[১৪]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন হবে যে, তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না যা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غٰرِم বলা হয়। এখানে এটা জানাও আবশ্যিক যে, কয়েক কারণে ঋণগ্রস্ত হতে পারে।

(০১) মানুষের মাঝে সম্পর্ক জোড়া লাগাতে কিংবা মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হওয়া : এমন ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করতে যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে।[১৫] যেমন- একটি হাদীসে এসেছে– কাবীসা ইবনু মুখারিক আল-হিলালী বলেন, আমি একবার পরস্পর সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে মাথার উপর ঋণের বিরাট বোঝা বহন করি। তখন আমি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আসি। রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, আমাদের কাছে অবস্থান করো, যাতে করে যাকাতের মাল আসলে তোমাকে দিতে পারি।[১৬]

(০২) যে মহান আল্লাহর আনুগত্যে তার নিজ ও পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করতে গিয়ে এমন ঋণী হয়েছে যে, এখন সেটা পরিশোধ করার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।[১৭] এদের ব্যাপারে কোনো কোনো ইমাম এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যদি কোনো অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। তাহলে তাদের দেয়া যাবে।[১৮]

(০৩) অপচয় বা অবৈধ কাজের ফলে ঋণগ্রস্ত : কোনো পাপ কাজের জন্য যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে, যেমন- মদপান কিংবা প্রথাগত নাজায়িয কোনো অনুষ্ঠান প্রভৃতি করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না। কেননা এতে তার পাপ কাজ ও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা হয়।

সাত- ﴿فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ **অর্থ :** "আল্লাহর পথে"।

এটি একটি ব্যপক অর্থবোধক বাক্য। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ : মহান আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীগণ। যেমন- হাদীসে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হয়ে যান যে তার রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার পথে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে।[১৯]

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, এর অর্থ সেসব গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই।[২০] অন্য একটি হাদীসে এসেছে– হজ্জ ও 'উমরাহ্ও ফী সাবিলিল্লাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত।[২১] কোনো কোনো ফিকাহবিদগণ দ্বিনের 'ইল্ম অর্জনকারী ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা তারাও একটি 'ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে।[২২]

আট- ﴿ابْنِ السَّبِيْلِ﴾ **অর্থ :** "মুসাফির"।

এখানে মুসাফির বলে এমন মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যে বৈধ সফরে বের হয়েছে আর পথিমধ্যে কোনো কারণবশতঃ সে এই সফরে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। তাই তাকে এই পরিমাণ প্রদান করা যাবে যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশ ফিরে যেতে সামর্থ হবে।[২৩]

﴿فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ﴾

---

[১৩] *কুরতুবী।*
[১৪] *তাফসীর জালালাইন।*
[১৫] *বাগভী; সাদী।*
[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০৪৪।*
[১৭] *আইসারুত তাফসীর।*
[১৮] *তাফসীর কুরতুবী।*
[১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১২৩।*
[২০] *কুরতুবী।*
[২১] *তাফসীরে আহসানুল বায়ান।*
[২২] *সা'দী।*
[২৩] *কুরতুবী ও সা'দী।*

অর্থাৎ- "উপর্যুক্ত ব্যয়খাতগুলো হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বিধান।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাকাতের ব্যয়খাত ঠিক করে দিয়ে যাকাত পাওয়ার বিধিসম্মত ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর হুকুম মতেই সাদাক্বাহ্-যাকাত বিলি-বন্টন করেছেন, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়।

﴿وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

অর্থ : "আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

তিনি হলেন প্রজ্ঞাময় ও হিকমতওয়ালা ও কৌশলী। তিনি জানেন যাকাত পাওয়ার সত্যিকার উপযুক্ত কে? কাকে যাকাত দিলে যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হাসেল হবে তাও তিনিই ভালো জানেন।

সাদাক্বাতুল ফিত্র-এর ব্যয়খাত

সাদাক্বাতুল ফিত্রকে কেউ কেউ ফর্‌য সাদাক্বাহ্ বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এটা ওয়াজিব। ফর্‌য ও ওয়াজিব সাদাক্বাত, ফিদিয়া, কাফফারা ও মান্নত ব্যয়ের খাত ফর্‌য যাকাতের খাতের মতোই নির্ধারিত এই আটটি। কেউ কেউ অবশ্যই বলেছেন– সাদাক্বাতুল ফিত্র-এর ব্যয়খাত নির্ধারিত আটটির প্রথম দু'টি অর্থাৎ- ফকির ও মিসকীন। ফিত্রা শুধু তাদেরকেই দেওয়া হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিত্রাকে নির্ধারণ করেছেন রোযাকে ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র করতে আর দরিদ্র মানুষের আহারের ব্যবস্থা করতে।[২৪]

সুতরাং সাদাক্বাতুল ফিত্র শুধু তাদের মাঝেই ব্যয় করতে হবে।

শিক্ষাসমূহ

১. যাকাতের খাতসমূহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, এর বাহিরে ব্যায় করার সুযোগ নেই।

২. ফিত্রা ব্যায় হবে ফকির ও মিসকীনদের পেছনে।

৩. ব্যক্তি, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাকাত ও ফিত্রা প্রদান করতে হবে।

৪. ব্যয় করতে গিয়ে স্বজনপ্রীতি করা চলবে না।

৫. এ দানগুলো তাদের প্রতি করুণা নয়; বরং এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাদের অধিকার। ❑

[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩।*

সিয়াম : তাক্বওয়া অর্জনের পথ

[২১ পৃষ্ঠার পর]

রোযা রাখলে ৩০-৪০% কোলেস্টেরল বা HDL বৃদ্ধি পায় এবং TG কোলেস্টেরল শরীরের ওজন BMI কমে যায়। এক কথায় বলা যায়, রোযা হচ্ছে ওষুধবিহীন হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর অন্যতম একটি মাধ্যম। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "রোযা রাখ ও সুস্থ থাকো।" মূসা (আলাইহিস সালাম) ৪০ দিন রোযা পালন করে মহান আল্লাহর ওহী পেয়েছিলেন। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাই। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের ঐ ৪০ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মের সিয়াম সাধনা করে ঐ সব রোযা বা উপবাসের সাথে আমাদের সিয়াম তুলনীয় নয়। পূর্ববর্তীদের রোযার নিয়ম ছিল 'ইশার পর ঘুমিয়ে পরলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার এবং কামাচার হারাম হয়ে যেতো। ইসলামে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত সময় পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা এবং যৌন তৃপ্তিকর কোনো কিছু করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যে কোনো আহার বিহারে সংযম সাধনা নষ্ট হয় না। রোযাদারের জন্য মিথ্যা, পরনিন্দা, পরের অকল্যাণ চিন্তা ও মন্দকর্ম শুধু নিষিদ্ধই নয় অনৈতিকভাবেও এর চর্চা বা পরিচর্চা করলে প্রকৃত রোযা হবে না। বর্তমানে এক মাস রোযার পরেও যদি কেউ সাওয়ালের রোযা, মহরমের রোযা, আরাফাতের দিনে রোযা, সপ্তাহে দুইদিন বা মাসে তিনদিন রোযা রাখেন তাহলে তাঁদের স্বাস্থ্যের উপকারিতা অন্যদের চেয়ে বেশি হবে যা রাসূল (ﷺ) করেছেন। রোযার মাসে সিয়াম সাধনার পর তারাবীহর নামাযসহ অন্যান্য 'ইবাদত বিশেষ করে যাকাত (স্বচ্ছল ব্যক্তিদের) ও ফিতরা প্রদান, লাইলাতুল ক্বদ্‌র, ই'তিকাফ পালনের মাধ্যমে মু'মিন নিজেকে শুধু পরিশুদ্ধই করে না, দু'আ কবুলের সুযোগ গ্রহণ করে আখিরাতের নাযাতের পথ খুঁজে নেয়। সাওম, সিয়াম বা রোযার আসল উদ্দেশ্য মানুষের জাগতিক ও মনোদৈহিক উৎকর্ষ সাধন রোযাদারের মনে আধ্যাত্মিক চৈতন্য জাগ্রত হয়। রোযার অনুশীলনে রোযাদারকে আত্মসংযমী, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে ধৈর্য্য ও সহানুভূতির অনুভূতি জাগায়। ফলে রোযা রিপুগুলোকে কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠায়। সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ আসমানি কিতাব আল কুরআনে রোযার আবেদন অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে। মুসলমানের জীবনে সাওম, সিয়াম বা রোযা শুধু উপবাস নয়, রোযায় উপবাস আছে, কিন্তু উপবাসে রোযা বা সাওম নেই। ফলে উপবাসের সাথে সাওম বা রোযার গুণগত তফাতটাও গৌণ নয়। ❑

হাদীসে রাসূল ﷺ

ই‘তিকাফ : মহান আল্লাহর নৈকট্যের আশায় নির্জন ‘ইবাদত

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

সরল অনুবাদ

“‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযান মাসের শেষ দশদিন ই‘তিকাফ করতেন।”[২৫]

হাদীসের ব্যাখ্যা

ই‘তিকাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ‘ইবাদত। যদি এটি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আদায় করা হয় তাহলে তার ফযীলত ও মর্যাদা তুলনাহীন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾

“আমি ইব্‌রা-হীম ও ইসমা‘ঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে (বায়তুল্লাহকে) পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী ও রুকূ‘-সিজদাকারীদের জন্য।”[২৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর দু’জন নবীকে বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণের পর পরই ই‘তিকাফকারীদের জন্য তা পবিত্র করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারাই মূলত ই‘তিকাফের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করা যায়। আরও অনুধাবন করা যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ‘আমল দ্বারা। তিনি মদীনায় আগমনের পর অন্য অনেক ‘আমল মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দিলেও মৃত্যু পর্যন্ত ই‘তিকাফের ‘আমল কোনো সময় ছাড়েননি।

ই‘তিকাফের পরিচয়

ই‘তিকাফ اَلعَكْفُ ধাতু হতে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি‘আল-এর মাসদার। **অর্থ :** নিজেকে কোনো স্থানে আবদ্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ‘ইবাদত ও তিলাওয়াতের মধ্যে আবদ্ধ রাখাকে ই‘তিকাফ বলা হয়।[২৭] আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ‘ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু‘তাকিফ (معتكف) বা ‘আকিফ (عاكف)।[২৮]

ই‘তিকাফের প্রকারভেদ

ই‘তিকাফ দুই প্রকার। যথা- ১. ওয়াজিব ও ২. সুন্নাত।[২৯]

১. ওয়াজিব : ওয়াজিব ই‘তিকাফ হলো– যা ই‘তিকাফকারী নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যেমন- যদি কেউ কোনো ভালো কাজের উদ্দেশ্যে ই‘তিকাফ করার মানত করে তাহলে তার মানত পূরণ করা আবশ্যক। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

اَنَّ عُمَر سَأَلَ النَّبِيُ (ﷺ) قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই‘তিকাফ করার মানত করেছিলাম (আমি কি তা পূরণ করব?) নবী করীম (ﷺ) বললেন, তোমার মানত পূরণ করো।[৩০]

২. সুন্নাত : সুন্নাত ই‘তিকাফ হলো যেটা রাসূল (ﷺ), তাঁর স্ত্রীগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম করেছেন। ‘আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

اَنَّ النَّبِيَ (ﷺ) كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه.

‘রাসূল (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত রমাযান মাসের শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ই‘তিকাফ করেছেন।’[৩১]

ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য

১. রাসূল (ﷺ)-এর ই‘তিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের খোঁজ করা; আর সেই রাতে ক্বিয়াম করা ও তা উজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া, আর তা হলো এই রাতের মহান ফযীলত এর কারণে। আর আল্লাহ বলেছেন :

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[২৫] *মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাং, হাদীস নং-২৬৫১।*

[২৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*

[২৭] *ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্- ১ম খণ্ড, (কায়রো, মিসর : দারুল ফাতাহ), পৃ. ৫৩৯।*

[২৮] *আল মিহবাহুল মুনীর- ২/৪২৪; লিসানুল আরব- ৯/২৫২।*

[২৯] *ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৫৪০ পৃ.।*

[৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩২।*

[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭২।*

"লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস থেকেও উত্তম।"[৩২]

২. এ (এই রাতের) সময়সীমা জানার ও খোঁজার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হন। তিনি শুরু করেন প্রথম দশ দিনে, এরপর মাঝের দশ দিনে, এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে জানানো হয় যে, তা (লাইলাতুল ক্বাদ্‌র) শেষ দশকে। আর এ হলো লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের খোঁজে এক সর্বাত্মক সাধনা।

৩. মানুষের থেকে যথাসম্ভব আলাদা হয়ে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্ল-এর সান্নিধ্যে একা হয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রতি সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করে আত্মশুদ্ধিকরণ। **৫.** সালাত আদায়, দু'আ করা, যিক্‌র পাঠ, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে 'ইবাদত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে লেগে যাওয়া।

৬. নাফসের কু-প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যা সাওমের উপর প্রভাব ফেলে তা থেকে সাওমকে রক্ষা করা।

৭. দুনিয়াবী মুবাহ বিষয়সমূহ ভোগ কমিয়ে দেওয়া এবং তার অধিকাংশের ব্যাপারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ করার ক্ষেত্রে যুহদ বা কৃচ্ছতা অবলম্বন করা।

ই'তিকাফের স্থান

মসজিদেই ই'তিকাফ করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না।"[৩৩] রাসূল (ﷺ) মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণও মসজিদে ই'তিকাফ করেছিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

'মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ﷺ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।'[৩৪] যে কোনো মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়িয।[৩৫] কেননা আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে (فِي الْمَسَاجِدِ) 'মসজিদসমূহে'[৩৬] উল্লেখ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, সালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না।[৩৭]

ই'তিকাফকারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহে প্রবেশ না করা

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) «لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।"[৩৮]

ই'তিকাফ অবস্থায় কী কী কাজ নিষিদ্ধ?

(১) স্বামী স্ত্রীর মিলন, স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা।

(২) মসজিদ থেকে বের হওয়া। বেচাকেনা, চাষাবাদ, এমনকি রোগীর সেবা ও জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্যও মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নয়। বের হলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় কত?

ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমার ব্যাপারে 'আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। আর এটি ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আশ্ শাফি'য়ী ও ইমাম আহমাদের মত।[৩৯]

ইমাম আন-নাওয়াবী বলেছেন, "আর ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা সম্পর্কে অধিকাংশ ('আলেমগণ) তা'কীদের সাথে পোষণ করেন এবং এটিই সঠিক মত যে, এর জন্য মসজিদে অবস্থান শর্ত (অর্থাৎ- ই'তিকাফ মসজিদে হতে হবে) এবং তা বেশি বা অল্প সময়ের জন্য হতে পারে, কিছু সময় বা মুহূর্তের জন্যও"।[৪০]

ইবনু হাযম বলেছেন, "ই'তিকাফ আরবদের ভাষায় অবস্থান করা। তাই আল্লাহর মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোনো অবস্থানই হলো ই'তিকাফ ... সময়সীমা কম হোক বা বেশি হোক, যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি"।[৪১]

---

[৩২] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ৩।*
[৩৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭।*
[৩৫] *সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ্- পৃ. ১৫১।*
[৩৬] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭।*
[৩৭] *বায়হাক্বী- হা. ৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্র. মিরআত- হা. ২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬।*
[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭।*
[৩৯] *আদ্ দুরর আল মুখতার- ১/৪৪৫; আল মাজমূ'- ৬/৪৮৯; আল ইনসাফ- ৭/৫৬৬।*
[৪০] *আল- মাজমূ- ৬/৫১৪।*
[৪১] *আল মুহাল্লা- ৫/১৭৯।*

ইবনু আবী শাইবাহ, ইয়ালা ইবনু উমাইইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু-হু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : "আমি মসজিদে 'সা'আহ' বা কিছু সময় অবস্থান করি আর আমি ই'তিকাফ করার জন্যই অবস্থান করি।"[৪২]

শাইখ ইবনু বায বলেছেন, ই'তিকাফ হলো আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক বা বেশি হোক। কারণ আমার জানা মতে, এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা একদিন, দুই দিন বা এর বেশি কিছু নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। আর তা শরীয়তসম্মত একটি 'ইবাদত যদি না কেউ নাযর (মান্নত) করে, নাযরের (মান্নতের) দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।"[৪৩]

নির্জন 'ইবাদত ই'তিকাফের প্রয়োজনীয়তা

রমাযানের ই'তিকাফের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন মু'মিন জীবনের পরম প্রত্যাশিত বস্তু। মহান আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া মু'মিনের কোনো সফলতা নেই। যারা মহান আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করবে, দুনিয়া-আখিরাতে তাদের কোনো ভয়ভীতি নেই। ভালোবাসা তৈরির অন্যতম এক মাধ্যম হচ্ছে– ই'তিকাফ।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ। ই'তিকাফের মাধ্যমে মসজিদের সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয়। ই'তিকাফকারী পুরো সময় মহান আল্লাহর ঘর মসজিদে কাটায়। এর মাধ্যমে সময়ের হিফাযত হয়।

ই'তিকাফের সময় মসজিদে সময় কাটানোর কারণে নানাবিধ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ মেলে। অন্য সময় পাপের অনুকূল পরিবেশ, অসৎসঙ্গের প্রভাব ও শয়তানের সার্বক্ষণিক প্ররোচনায় গুনাহমুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু ই'তিকাফের সময়গুলোতে সৎসঙ্গ ও 'ইবাদতের পরিবেশ থাকায় খুব সহজেই সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হলো– অধিক 'ইবাদতের সুযোগ। এ জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ই'তিকাফের সময়গুলোতে 'ইবাদতের মাত্রা এত বেশি বাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি অন্য সময় করতেন না। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'যখন রমাযানের শেষ ১০ রাত আসত, তখন নবী করীম (ﷺ) কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়তেন (বেশি বেশি 'ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন। আর পরিবার-পরিজনকেও তিনি জাগিয়ে দিতেন।'[৪৪]

সমাজে মানুষের সঙ্গে বসবাসের কারণে সচরাচর যেসব গুনাহ হয়ে থাকে, সেসব থেকে সহজেই মুক্ত থাকা যায় নির্জন 'ইবাদতের মাধ্যমে। আর এ নির্জন 'ইবাদতের একটা অন্যতম মাধ্যম হলো ই'তিকাফ।

ওয়াহী নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রিয় নবী (ﷺ)-এর কাছে নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়, যার কারণে তিনি 'হেরা' গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। নিজ পরিবারের কাছে ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে তিনি একনাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।[৪৫] সঠিকভাবে বুঝে কাজে লাগাতে পারলে নিঃসঙ্গতা খুবই উপকারী।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেন– "'ইবাদত, সালাত, দু'আ, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং নিজেকে এবং নিজের 'আমলের মূল্যায়ণ করার জন্য 'ইবাদতগুজার বান্দার মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হওয়া বা নির্জনবাস করা উচিত। প্রার্থনা করতে, গুনাহ মাফ চাইতে, পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে ও ইত্যাদি নেক 'আমল করতেও একাকীত্ব বান্দাকে সাহায্য করে।"

ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত কিতাব 'সাইদুল খাতির'-এর তিনটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি এমন কিছু দেখিনি বা এমন কোনো কিছুর কথা শুনিনি যা নির্জনতার সমান শান্তি, সম্মান ও মর্যাদা এনে দিতে পারে। এটা বান্দাকে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে, এটা তার সম্মান রক্ষা করে এবং এটা সময় বাঁচায়। নির্জনতা আপনাকে হিংসুকদের থেকে দূরে রাখবে এবং যারা আপনার বিপদে খুশি হয় তাদের থেকেও আপনাকে দূরে রাখবে। এটা আখিরাতের স্মরণকে বৃদ্ধি করে এবং এটা বান্দাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা ভাবায়। নির্জনবাসের সময় বান্দার চিন্তা যা উপকারী এবং যাতে হিকমত বা প্রজ্ঞা আছে তাতে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

কাযী জুরযানী (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেছেন– "গৃহ ও পুস্তকের সঙ্গী হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারিনি। জ্ঞানের চেয়ে বেশি সম্মানজনক আর কিছুই নেই, তাই আমি অন্য কিছুতে সঙ্গী খুঁজি না, আসলে জনগণের সাথে মাখামাখি করলেই মানহানি ঘটে। অতএব তাদেরকে ত্যাগ করো এবং মহৎভাবে ও মর্যাদান্বিতভাবে জীবনযাপন করো।" ❑

---

[৪২] *আল মুহাল্লা- ইবনু হাযম, ৫/১৭৯।*
[৪৩] *মাজমূআল ফাতাওয়া- ১৫/৪৪১।*
[৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০৫৩।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩।*

প্রবন্ধ

সিয়ামে রমাযান : জরুরি মাসায়েল

গ্রন্থনা : মুহাম্মদ গোলাম রহমান

[২য় (শেষ) পর্ব]

❖ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বপ্নদোষ হলে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে কী?

সওমরত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না; কারণ, তা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়; বরং তা ঘুমন্ত অবস্থায় সংঘটিত হয়। আর নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত বিষয় থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অতএব ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায়ের পূর্বে ফরয গোসল সম্পন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।"[৪৬]

সওম পালনকারী যদি হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটায়, তবে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এজন্য তাকে তার কৃতপাপের জন্য তাওবাহ্ করতে হবে এবং সেদিনের সিয়ামের কাযা পূরণ করতে হবে; তবে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা শুধু সহবাসজনিত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা প্রদান করতে হয়।[৪৭] আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

❖ সওম অবস্থায় টুথপেস্ট বা টুথপাউডার ব্যবহার করা যাবে কি?

মুখের অভ্যন্তরভাগ ও দাঁত পরিষ্কার করতে টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং এটা কাঁচা ডালদ্বারা মিসওয়াক করার সদৃশ। কেননা, কাঁচা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলে তার স্বাদ অনুভূত হলেও সওমের যেমন ক্ষতি হয় না। টুথপেস্ট বা মাজনের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেনো তা পেটে না পৌঁছায়।[৪৮]

শাইখ সালেহ্ আল উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোনোকিছু ব্যবহার না করাই উত্তম।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ বমি কিংবা রক্তক্ষরণজনিত কারণে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে কি?

প্রথমতঃ আমাদের অনেকের ধারণা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মুখভর্তি বমি হলে সওম ভেঙে যাবে! চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। কিন্তু প্রকৃত বিধান হলো, স্বাভাবিক নিয়মে বমি হলে সওম নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত বমি করলে তাকে সেই দিনের সওম কাযা করতে হবে। নবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

"যার (স্বাভাবিক নিয়মে) বমি হয়ে যায় তার উপর (সওম) কাযা নেই। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত বমি করে সে যেন সওম কাযা করে।"[৫০]

দ্বিতীয়তঃ সিঙ্গা লাগানো কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলে সওম ভঙ্গ হবে না। তবে শিঙ্গা লাগানো কিংবা কোনো নিরুপায় রোগীকে একান্ত প্রয়োজনে রক্ত প্রদানের কারণে অতিশয় দুর্বল ও সওম পালনে অক্ষম হয়ে পড়লে, তিনি সেদিনের সওম ভঙ্গ করে পরবর্তীতে কাযা সওম পালন করবেন।[৫১] তবে শরীরের কোনো স্থান থেকে সাধারণ যে কোনো রক্তক্ষরণে সওম ভঙ্গ হবে না।[৫২] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ সওম পালনকালে চোখ, কান, নাকে ড্রপ ব্যবহার, এবং ইনহেলার বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি?

এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, তা হলো– খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ বা প্রবেশ করালে সওম ভঙ্গ। যা খাদ্য-পানীয়'র অন্তর্ভুক্ত নয় তা ব্যবহারে সওম ভঙ্গ হবে না। অসুস্থতার দরুন সওম অবস্থায় কখনো কখনো চোখ, কান কিংবা নাকে ড্রপ ব্যবহার অথবা ইনজেকশন গ্রহণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শরঈ বিধান হলো, চোখ, কান ও নাকে ড্রপ ব্যবহার করলে সওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা খাদ্য বা পানীয়'র অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে নবী (ﷺ) সওম অবস্থায় নাকে মাত্রাতিরিক্ত পানি টানতে নিষেধ করেছেন।

«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا».

"এবং বেশি করে নাকে পানি টান। কিন্তু যদি সওম পালনকারী হও তাহলে (মাত্রাতিরিক্ত) টানবে না।"[৫৩]

---

[৪৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*
[৪৭] *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- পৃ. ৪৭৮।*
[৪৮] *শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, তুহফাতুল ইখওয়ান- ১৭৫।*
[৪৯] *কিতাব আদ্-দা'ওয়াহ লি-শাইখ ওসাইমীন- ২/১৬৮ পৃ.।*
[৫০] *তিরমিযী- ৭২০, আলবানী : সহীহ, আবূ দাউদ- হা. ২৩৮০।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৩৮।*
[৫২] *স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র- ১০/২৬৪।*
[৫৩] *আবূ দাউদ- ১৪২, আত্ তিরমিযী- ৭৮৮, আন্ নাসায়ী- ৮৭, ইবনু মাজাহ্- ৪০৭, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, মিশকাত- ৪০৫/১৫। সংগৃহীত শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, তুহফাতুল ইখওয়ান- ১/১৭৫, হা. ১৪।*

উল্লিখিত নীতিমালার আলোকেই সওম অবস্থায় খাদ্য-পানীয় বা পুষ্টি জাতীয় কোনো ইনজেকশন গ্রহণ করা যাবে না। তবে যে সব ইনজেকশন কেবল মেডিসিন, তা বিশেষ প্রয়োজনে নেয়া যাবে।[৫৪] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ফিতরা প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে; না-কি যে কোনো সময় তা প্রদান করা যাবে?

ফিতরা আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে ঈদুল ফিত্র-এর দিনে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে। অর্থাৎ- ফিতরা আদায় করে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করা। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; নবী (ﷺ) যাকাতুল ফিত্র আদায় করার আদেশ দেন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে।[৫৫] তবে ফিতরা দেয়ার সময় শুরু হয় রমাযানের শেষ দিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে।[৫৬]

ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেও ফিত্রা আদায় করা যেতে পারে, কারণ সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যে অনেকেই ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করতেন।[৫৭]

উল্লিখিত নিয়মে ফিত্রা আদায় করার শর'ঈ বিধান বিদ্যমান। তবে ঈদের সালাতের পরে ফিতরা প্রদান করলে তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে। আর এক্ষেত্রে সে ফিত্রা প্রদানের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে।[৫৮] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ফিতরার জন্য নিসাব শর্ত কী, ফিতরার বস্তু ও সঠিক পরিমাপ কতটুকু?

প্রথমতঃ যাকাতুল ফিত্র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি; বরং তিনি (ﷺ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-পরাধীন, ছোট-বড় সকলের উপর যাকাতুল ফিত্র ফর্‌য করেছেন।[৫৯]

দ্বিতীয়তঃ কোন বস্তু দ্বারা কি পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হবে, এ মর্মে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস বিদ্যমান। তিনি বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর যুগে এক সা' খাদ্য অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' পনীর দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম।[৬০]

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিত্‌রাস্বরূপ এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যব ফর্‌য করেছেন– স্বাধীন-পরাধীন (দাস), পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকল মুসলিমের প্রতি। আর তা ঈদের সালাতে গমনের পূর্বে আদায় করতে আদেশ করেছেন।[৬১]

উল্লিখিত হাদীসত্রয় থেকে প্রতীয়মান হয়– **ক)** প্রধান খাদ্যবস্তু (যেমন- আমাদের দেশে চাউল) অথবা খেজুর, যব, কিশমিশ বা পনীর দ্বারা ফিত্রা আদায় করতে হবে।

খ) ঈদের সালাতে গমনের পূর্বেই জনপ্রতি এক সা' পরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রকৃত হক্বদারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে– যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) 'আমল।

এখন প্রশ্ন হলো– সা' পরিমাপ? মদীনা'র সা'-এর বাংলাদেশী পরিমাপ হলো, ২.৫ কেজি সমপরিমাণ চাউল অথবা একজন সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের উভয় হাত একত্রিকরণ করে চার অঞ্জলি সমপরিমাণ।[৬২]

এ বিষয়ে সরাসরি হাদীস-এর উপর 'আমল করলেই ফিতনা এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ফিতরা গ্রহণের প্রকৃত হক্বদার কারা?

কে বা কারা ফিত্রা গ্রহণের হক্বদার এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের দু'প্রকার মত বিদ্যমান।

প্রথমতঃ সূরা আত্ তাওবায় আট শ্রেণির হক্বদারের কথা বর্ণিত হয়েছে– যারা যাকাত-সাদাক্বাহ্ গ্রহণের হক্বদার। যথা- ১) ফকির, ২) মিসকিন, ৩) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী, ৪) ইসলামে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এমন অমুসলিমকে, ৫) দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, ৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে, ৭) মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং ৮) মুসাফিরদের সাহায্যার্থে।[৬৩]

দলিল : ফিত্‌রাকে নবী (ﷺ) যাকাত ও সাদাক্বাহ্ বলেছেন, তাই যে খাতসমূহ সাদাক্বাহ্ বা যাকাত প্রদানের জন্য প্রযোজ্য, তা ফিতরার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ সাদাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা পাওয়ার হক্বদার কেবল ফকির ও মিসকিন; সূরা আত্ তাওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিতরার হক্বদার নয়।

---

[৫৪] *শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, তুহফাতুল ইখওয়ান- ১/১৭৪।*
[৫৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৯।*
[৫৬] *সাউদী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/৩৭৩।*
[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১।*
[৫৮] *আবূ দাউদ- অধ্যায় যাকাত,অনুচ্ছেদ- ফিতরের যাকাত।*
[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩, সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪, সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬১১, সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৬৭৫, সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫০৪ ও ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৮; সহীহ মুসলিম-২২৮১।*
[৬১] *সহীহুল বুখারী- হা/১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা/২২৭৫*
[৬২] *ফাতাওয়া ও মাসায়িল- আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)।*
[৬৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০।*

দলিল : ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরের যাকাত (ফিতরা) ফর্‌য করেছেন সওম পালনকারীদের অশ্লীলতা ও অহেতুক কথা-বার্তা হতে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের আহারস্বরূপ ...।[৬৪]

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা আযীমাবাদী, ইবনু উসাইমীন প্রমুখ।[৬৫] ফিত্‌রা প্রাপ্তির হক্বদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ; কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ফিতরা কি নিজ দায়িত্বে, না-কি সমষ্টিগতভাবে বিতরণ করতে হবে?

ফিতরা বিতরণ পদ্ধতি নিয়ে দু’ধরনের প্রথা চালু আছে– **প্রথমতঃ** নিজ দায়িত্বে বিতরণ করা। উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে নিজ দায়িত্বে হক্বদারের নিকট পৌঁছে দেয়া।[৬৬]

কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আদেশ। এজন্য সাহাবী ইবনু ‘উমার স্বীয় ফিতরা নিজ দায়িত্বে এক-দুই দিন পূর্বেই বিতরণ করতেন।[৬৭] জমাকরণের কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদ বা কোনো সংস্থায় জমা করে বিতরণ করা। নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা, মহল্লা/গ্রাম প্রধান বা ইমামকেও নিজ ফিতরা বণ্টনের প্রতিনিধি করা জায়িয।[৬৮] এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে ফিতরা বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর।

আর ফিতরাদাতা যদি সংস্থাকে অর্থ দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, উক্ত সংস্থা সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করবে, এ ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে, যথাসময়ে তা প্রদান করা। কেননা, সংস্থার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মূল্য বের করবে।[৬৯] আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ লাইলাতুল ক্বদর-এর রাতগুলো কীভাবে অতিবাহিত করতে হবে?

একজন মুসলিম লাইলাতুল ক্বদর-এর রাত সেভাবেই অতিবাহিত করবেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবা আজমাঈন অতিবাহিত করেছেন।

প্রথমতঃ লাইলাতুল ক্বদরকে (২৬ রমাযানের দিবাগত রাত) ২৭ রমাযানের রাতে সীমাবদ্ধ না রেখে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

রমাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে (২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯-এর রাত) লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো।[৭০] অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ، فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল ক্বদর দেখানো হলো। কিন্তু আমার এক স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ায় আমি তা ভুলে গিয়েছি। অতএব, তোমরা তা রমাযানের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো।[৭১]

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে রমাযানের শেষ দশকের রাতগুলোতে **লাইলাতুল ক্বদর** অনুসন্ধান করতে হবে। তবে ধারাবাহিক দশ রাত জাগরণ করা সম্ভব না হলেও, অবশ্যই শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করতে হবে; অন্যথায় হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম মহিমান্বিত রাতটির সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়তঃ অনেকে আবার মসজিদে জমায়েত হয়ে কোনো ওয়েজিনকে ডেকে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে এ রাত উদযাপন করেন। কখনো আবার মসজিদে আলোকসজ্জা ও খানাপিনার আয়োজন করাও হয়। এসব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের যুগে ছিল না। অতএব তা বর্জনীয়।

লাইলাতুল ক্বদর রাতে করণীয় হলো– ক্বিয়ামুল লাইল বিনম্রচিত্তে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, তাফসীর, হাদীস ও দ্বীনী ‘ইল্‌ম চর্চা করা এবং বেশি বেশি তাসবীহ্-তাহ্‌লীল, যিক্‌র-আযকার ও ইস্তিগফার করা এবং সর্বোপরি বেশি বেশি এ দু‘আ পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফূউন কারীমুন তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফা‘ফু আন্নী। **অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি মহানুভব

---

[৬৪] *আবূ দাউদ, যাকাতুল ফিতর- ১৬০৬ (হাসান), ইরওয়াউল গালীল- ৮৪৩।*

[৬৫] *দেখুন : মাজমূ‘উ ফাতাওয়া- ২৫/৭৩, যাদুল মা‘আদ- ২/২২, নায়লুল আউত্বার- ৩-৪/৬৫৭, আওনুল মা‘বূদ- ৫-৬/৩, শারহুল মুমতি- ৬/১৮৪।*

[৬৬] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯।*

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১।*

[৬৮] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯।*

[৬৯] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৭৭*

[৭০] *সহীহুল বুখারী- ২০২০ ও ২০১৭; সহীহ মুসলিম- ১১৬৯।*

[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২১২/১১৬৬।*

ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[৭২] আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ই'তিকাফ-এর সময়সীমা, সূচনা, সমাপ্তি এবং আবশ্যকতার বিধান কী?

একজন মুসলিম সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ হয়ে, রমাযানের শেষ দশকে স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ধ্যানমগ্ন হন– যাকে শরীয়তের পরিভাষায় ই'তিকাফ বলে। এ জন্য মুসলিম জীবনে ই'তিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রত্যেক মহল্লায় বা মসজিদে কমপক্ষে একজনকে হলেও ই'তিকাফে বসতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা ই'তিকাফ পালন করা সুন্নাত– অতএব, তা মানুষের ইচ্ছাধীন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।[৭৩] ই'তিকাফ-এর জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হবে ২০ রমাযান সূর্যাস্তের পূর্বে। এটিই ইমাম চতুষ্টয়সহ জমহুর 'আলেম-এর মত। কেননা, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসদ্বারা সাব্যস্ত "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ দশ রাত ই'তিকাফ করতেন।"

যেহেতু ২০ রমাযান সূর্যাস্তের সাথে সাথে রমাযানের শেষ দশক শুরু হয়ে যায়, বিধায় এদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তিকাফের উদ্দেশে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। তবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফ করার ইচ্ছাপোষণ করলে ফজর সালাত আদায় করেই স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।[৭৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দীসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে শাইখ সালেহ আল উসাইমীন বলেন, "ই'তিকাফ শুরু হবে ২১ তারিখ রাত থেকে।"[৭৫]

আর রমাযান শেষ হলে অর্থাৎ- ঈদের নতুন চাঁদ উদিত হলেই ই'তিকাফ শেষ হবে।[৭৬]

তবে যদি কেউ ফজর সালাত পড়ে বের হতে চায়, তাও করতে পারবে, সালাফদের এমন 'আমলও পাওয়া যায়।[৭৭]

ঈদের রাতে 'ইবাদত ও জাগরণের যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়– এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহ হয় জাল, নয়তো দুর্বল যা 'আমলযোগ্য নয়; বরং বিদআত।[৭৮] আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ মহিলাদের ই'তিকাফের জন্যও কি মসজিদ আবশ্যক?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ ই'তিকাফ করতে চাইলে মসজিদে পর্দাবৃত্ত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।"[৭৯]

মহিলারা নিজগৃহে ই'তিকাফ করবে– মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমান যা সুন্নাহ পরিপন্থি; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

«وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ».

"ই'তিকাফ কেবল জামি' মসজিদে হতে হবে।"[৮০] এ হাদীসদ্বারা পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং এ নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে মাহরাম মহিলারা সাক্ষাৎ করতে পারবে কী?

অনেকেরই এমন ধারণা যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী সাক্ষাৎ করতে পারবে না। অথচ নবীপত্নী সাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফরত ছিলেন। রাতের বেলায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলাম। অতঃপর কথা-বার্তা বললাম।"[৮১] আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফকালে মসজিদ হতে মাথা বের করে দিতেন আর তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) চিরুনি করে দিতেন।[৮২] তবে ই'তিকাফরত ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।"[৮৩] আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

[৭২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫১৩।*
[৭৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭১।*
[৭৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৪১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৩।*
[৭৫] *ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১।*
[৭৬] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ- ১০/৪১১; ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১।*
[৭৭] *কিতাবুল মাজমু- ৬/৩২৩।*
[৭৮] *সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা. ৫২০, ২১৫২২ ফাতওয়া, লাজনাহ দায়িমাহ- ফাতওয়া নং- ১১০২৯।*
[৭৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*
[৮০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৭৩।*
[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৮১, সহীহ মুসলিম- হা. ২৪/২১৭৫।*
[৮২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬/২৯৭।*
[৮৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*

সূচীপত্র

❖ রমাযান মাসে শয়তানদের শেকলবন্দি করা হয়, তবে এ মাসেও মানুষ কেন পাপকর্মে লিপ্ত হয়?

✍ অনেকের মনে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খায় তা হলো– রমাযান মাসে তো শয়তানদেরকে শিকলবন্দি করা হয়, তবে এ মাসেও মানুষ কেন পাপ কাজ করে? এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একটি হলো–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন রমাযান মাসের প্রথম রজনির আগমন ঘটে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিন্দের শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, যার একটি দরজাও খোলা থাকে না; জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, যার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না এবং একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে– হে সৎকর্মশীল! অগ্রসর হও, হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও। আল্লাহ (রমাযানের) প্রতিটি রাতে অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।[৮৪] উল্লিখিত হাদীসে শয়তানদের শেকলবন্দি করার কথা ব্যক্ত হয়েছে, তারপরও তারা কিভাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে অসৎ কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে?

প্রথমতঃ সুনান আন্ নাসায়ী'র বর্ণনায় এসেছে–

وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ.

"রমাযান মাসে অবাধ্য ও উগ্র শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়।"[৮৫] অর্থাৎ- শয়তানদের মাঝেও শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কুমন্ত্রণাদানে অধিক পারদর্শী, উগ্র ও অবাধ্য, কেউ অপেক্ষাকৃত কম পারদর্শী, আবার কেউ শিক্ষানবিশ। তবে প্রত্যেক শয়তানই কমবেশি অবাধ্য, উগ্র এবং কুমন্ত্রণাদাতা। রমাযান মাসে কুমন্ত্রণাদানে অধিক পারদর্শী, উগ্র ও অবাধ্যতার দিক থেকে সিনিয়র শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়; ফলে রমাযানে পাপের পরিমাণ কমে যায়, মানুষ অধিক আল্লাহমুখী হয়ে 'ইবাদত-বন্দেগী, দান-সাদাক্বাহ্ প্রভৃতি নেকির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অপরপক্ষে ছোট শয়তানগুলো বড় শয়তানগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

[৮৪] *সহীহুল বুখারী- ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম- ১০৭৯।*

[৮৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১০৬, সহীহ।*

দ্বিতীয়তঃ রমাযানে শয়তানদেরকে বন্দি রাখা হয় এর অর্থ এই নয় যে, রমাযানে কোনো পাপাচার সংঘটিত হবে না। কারণ মানুষ কেবল শয়তানের কুমন্ত্রণায় পাপ করে না বরং পাপাচার সংঘটিত হওয়ার পেছনে শয়তান ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে। যেমন- (ক) রিপুর কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পাপ করে, (খ) মানুষরূপী শয়তানের খপ্পরে পড়ে পাপকার্যে লিপ্ত হয় এবং (গ) বদ অভ্যাসের বশবর্তী হয়েও পাপ করে। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা যখন ইবলিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথম মানব আদম (আলায়হিস সালাম)-কে সাজদাহ্ করো– তখন সেকি কোন শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে অবাধ্য সীমালঙ্ঘন করেছিল? না, কোনো শয়তান নয়; বরং তার কু-প্রবৃত্তিই তাকে অহংকারী ও অবাধ্য করে তুলেছিল, তাই সে সীমালঙ্ঘন করে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হলো। এ জন্যই রাসূল (ﷺ) রমাযান মাসে সওম পালনকারীদেরকে কুপ্রবৃত্তি, কুঅভ্যাস প্রভৃতি 'কু' নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِيْ.

সওম আমার জন্যে পালন করা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সওম পালনকারী ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়না ও আহার-বিহার শুধু আমার জন্যই পরিহার করে। আরও বলা হয়েছে–

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّه أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ : إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ.

তোমাদের মধ্যে যে সওম পালন করবে, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে আর শোরগোল বা উচ্চবাচ্য না করে। তাকে কেউ যদি গালি দেয় বা কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তখন সে যেন বলে, 'আমি সওম পালন করছি।[৮৬]

সুতরাং শয়তানকে শেকলবন্দি করা হলেও উপরোক্ত একাধিক কারণে মানুষ পাপাচার করে থাকে। এরপরও শয়তানদের শেকলবন্দির প্রতিফলন ঘটে মুসলিম সমাজে। লক্ষণীয় যে, তখন মানুষ অধিক পরিমাণে সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়, অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতা ছেড়ে মসজিদমুখী হয়, অনেকেই নতুন করে সালাত-সিয়ামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সাদাক্বাহ্, যিকর-আযকার এবং মহিলাদের মাঝে পর্দার অনুশীলন ইত্যাদি সৎকর্মের চর্চা বৃদ্ধি পায়; আর প্রকাশ্য পাপাচার অনেকাংশে হ্রাস পায়। এসবই শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। ❑

[৮৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১।*

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[৮ম পর্ব]

উল্লেখ্য, নবী (ﷺ) নিজেই বাজার তদারকি করতেন। কতিপয় সাহাবা জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা করেননি। একদিন তিনি এক খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে বাজার মূল্যের কমে বিক্রি করছে, নবী (ﷺ) বললেন,

تبيع في سوقنا بسعر هو ارفع من سعرنا؟

তুমি কি আমাদের প্রচলিত বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করছো?

লোকটি বলল যে, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সওয়াবের আশায়? লোকটি বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন,

أبشروا فإن الجانب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله وإن المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله.

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারণ আমাদের বাজারে যারা পণ্য নিয়ে আসে তারা মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো, আর যারা আমাদের বাজারে পণ্য দ্রব্যাদি সিন্ডিকেট করে তারা মহান আল্লাহর কিতাবের সীমালংঘনকারী।[৮৭]

মুসলিমরা উত্তম লেনদেনের মাধ্যমে লোকেদেরকে ইহুদীদের বাজার থেকে বিমুখ করে তাদেরকে বাজারমুখী করতে সক্ষম হলো, যা ইহুদী নেতা কা'ব ইবনু আশরাফকে ক্ষেপিয়ে তুলল। সে একদিন মুসলিমদের বাজারে প্রবেশ করে বাজারের সীমানার যে রশিটা ছিল তা কেটে দিয়ে মনের জ্বালা মিটালো। নবী (ﷺ) বললেন,

لا جرم لانقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا.

কোনো সমস্যা নেই, আমি বাজারকে এমন এক জায়গায় স্থানান্তরিত করব যা তাকে আরো রাগিয়ে দিবে।

এরপর তিনি বাজারটিকে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জমিতে নিয়ে গেলেন যা মদিনার বাজারের পাশেই ছিল।[৮৮]

সম্ভবত কা'ব ইবনু আশরাফের এমন ঔদ্ধত্য আচরণ হিজরতের প্রথম দিকের ছিল, কারণ সে সময় ইহুদিদের শক্তি খুব বেশি ছিল। এটা লক্ষণীয় যে, কা'ব ইবনু আশরাফ বুঝতে পেরেছিল যে ইহুদিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ নতুন বাজারের কারণে চরম হুমকির মুখোমুখি। কা'ব ইবনু আশরাফের এমন আচরণ (যে বানু কায়নুকার ইহুদী নেতা ছিল) নবী (ﷺ)-কে মদিনা থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য করে। আর বানু কাইনুকাকেই সর্বপ্রথম মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এরপরে নবী (ﷺ) মদিনার অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেন এবং সেটাকে ইসলামী বিধিনিষেধ মোতাবেক পরিচালিত করতেও সক্ষম হন; যাতে কোনো সিন্ডিকেট এবং ধোঁকা ও প্রতারণার সুযোগ ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক যে সিদ্ধান্ত নবী (ﷺ) গ্রহণ করেন তাহলো মদিনা সনদ প্রণয়ন এবং এর মাধ্যমে মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য গঠন। অতঃপর মদিনায় রাজনৈতিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থাবলী এই সনদের বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা দিয়েছে। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) যিনি মূলত এই সনদের মূল উৎস তিনি এটাকে **আস সহীফা** বা পত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৯]

ইবনু সাইয়িদিন নাস (মৃ. ৭৩৪ হি.) **মুআদাআ** বা চুক্তিপত্র বলেছেন।[৯০] আবার অনেকেই এটাকে **ওসিকা** বা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, **আল কিতাব** বা পত্র ও **দাসতুর** বা সংবিধান বলে উল্লেখ করেছেন।[৯১] ইবনু সাইয়িদিন নাস (মৃ. ৭৩৪ হি.) সনদের যে নাম দিয়েছেন তথা মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যকার অঙ্গীকারসমূহ বা আল মুআদাআ **(الموادعة بين المسلمين واليهود)** তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কারণ এমন নামকরণ সনদের বিষয়বস্তুর প্রকৃত যথার্থতা ফুটিয়ে তোলে না। যেহেতু এই সনদের মধ্যে

---

* *শিক্ষক : মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৮৭] *ওফাউল ওফা- সামহুদি, ১/৫৪৬, হাদীসটি মুনকার; সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা. ১২৯৮।*

[৮৮] *ওফাউল ওফা- সামহুদী, ১/৫৩৯।*

[৮৯] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৫০১, ৫০২।*

[৯০] *উয়ুনুল আসার- ইবনু সাইয়িদিন নাস, ১/২৩৮।*

[৯১] *মাজাল্লাতুল মাজমা আল 'ইল্‌মি- ১৭/৫১, ১৯৬৯ সংখ্যা।*

অনেকগুলো বিষয় ছিল যা কেবল মুসলিমদের জন্যই ছিল নির্দিষ্ট। আর সহীফাহ্ (الصحيفة) শব্দটি রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকেই ঘোষিত ছিল যেখানে স্পষ্ট বয়ান ছিল যে, এটি বাস্তবায়ন করা তার উপরে আবশ্যক এবং নবী (ﷺ) নিজেই এই সনদ প্রণয়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন। কাজেই এই সনদটি ছিল একটি প্রশাসনিক সংবিধান; যা সকলকেই মেনে চলতে হতো। আর তিনি শুরুই করেছিলেন একথা দিয়ে–

هذا كتاب من محمد.

এটি হলো মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে একটি লিখিত পত্র।[৯২]

এখন আমরা এই সনদ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। যেমন- হাদীসের গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলো এই সনদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়নি। সর্বপ্রথম যে উৎসে এই সনদের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় তা হলো ইবনু ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) রচিত সীরাতের গ্রন্থে। তাও সনদবিহীন। কারণ ইবনু ইসহাক কোন্ উৎস থেকে নিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে ইমাম বাইহাক্বী (মৃ. ৪৫৮ হি.) তার সুনানে সনদের কেবল ওই সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলো মুসলমানদের সাথে নির্দিষ্ট ছিল। ইহুদিদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করেননি। বাইহাক্বীও ইবনু ইসহাক-এর প্রতি নির্ভরশীল হয়েছেন।[৯৩] অন্যদিকে ইবনু সাইয়িদিন নাস (মৃ. ৭৩৪ হি.) এবং ইবনু কাসীরও (মৃ. ৭৭৪ হি.) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন। ইবনু সাইয়িদিন নাস উল্লেখ করেন যে, ইবনু খাইসামা এই পত্রের কথা সনদসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে শুনিয়েছে আহমাদ বিন খাববাব আবুল ওয়ালিদ, তিনি শুনেছেন ‘ঈসা ইবনু ইউসুফ থেকে, তিনি কাসির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আম্র আল মুজানি থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) একটি পত্র লিখলেন...।[৯৪]

আবূ উবাইদ (মৃ. ২২৪ হি.) তার কিতাবুল আমওয়ালে যে বর্ণনা নিয়ে এসেছেন তা রিবহি ইবনু ‘আব্দুল্লাহ ইবনে বুকাইর এবং ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ থেকে। তারা উভয়ই বলেন, আমাদেরকে শুনিয়েছেন লাইস ইবনু সা’দ, তিনি বলেন, আমাকে শুনিয়েছেন ইবনু শিহাব, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূল (ﷺ) একটি সংবিধান লিখেছেন...।[৯৫]

পক্ষান্তরে যারা এই সহীফাহ্ বা চুক্তিপত্রকে অস্বীকার করে তাদের বক্তব্য হলো– যেহেতু হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ সেই চুক্তিপত্রের কোনো বিবরণ দেয়নি, যদিও সেই চুক্তিপত্রের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছে। বিশেষ করে ওই সকল বিষয় যা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্ক রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যেমনটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) তার মুসনাদে, আবূ দাঊদ (মৃ. ২৭৫ হি.) এবং বাইহাক্বী (মৃ. ৪৫৮ হি.) তাদের স্ব স্ব সুনানে উল্লেখ করেছেন। চুক্তিপত্র বা সংবিধানের বাক্যাবলী ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের জন্য দুর্বোধ্য বটে। তাতে অনেক শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং এমন শব্দাবলি ও ভাবের প্রকাশ করা হয় যা রাসূল (ﷺ)-এর যুগে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে সেগুলোর ব্যবহার কমে যায়। এমনকি সেই যুগের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে যদি কারো গভীর অধ্যয়ন না থাকে তাহলে তার জন্য সে চুক্তিপত্রটি বুঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।[৯৬]

তবে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সে যুগের সামাজিক রীতি-নীতির আলোকে এ সিদ্ধান্ত নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে যে, এ রকম একটি সনদ বা চুক্তিপত্র প্রণীত হয়েছিল। এই চুক্তিপত্রে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো জাহিলি যুগে গোত্রীয় সম্পর্ক এবং আসাবিয়া বা জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে। চুক্তিপত্রটি কুরআনের মৌলিক বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যদিও কুরআন সুস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত দেয়নি সে ব্যাপারে। তবে এও জেনে রাখা ভালো যে, মদিনাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই কুরআনুল কারীম এড়িয়ে গেছে। এই চুক্তিপত্রে মূলত দু’টি চুক্তি ছিল। একটি ছিল আনসার ও মুহাজিরদের সাথে নির্দিষ্ট। আর অপরটি ছিল মুসলিম ও ইহুদিদের সাথে সম্পৃক্ত। ইতিহাসের উৎসগুলো এই চুক্তিপত্রটি ঠিক কবে লেখা হয়েছিল এ

[৯২] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৯৬।*
[৯৩] *সুনান, বাইহাক্বী- ৮/১০৬।*
[৯৪] *উয়ুনুল আসার- ইবনু সাইয়িদিন নাস, ১/২৩৮।*
[৯৫] *কিতাবুল আমওয়াল- আবূ উবায়দ আল কাসেম বিন সাল্লাম, পৃ. ১৮৪।*
[৯৬] *তানজিমাতুর রাসূল- পৃ. ৫১, ৫২।*

ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এটি বদর যুদ্ধের আগেই লেখা হয়েছিল। আবার অন্যরা মনে করেন, এটা বদর পরবর্তী সময় লেখা হয়েছিল।[৯৭]

চুক্তিপত্রটি অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পক্ষের আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে। তবে এটি জানা যায় না যে, এর বিষয়বস্তু পূর্ব আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে নাকি অন্যান্য চুক্তির মতোই স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ এরকম কোনো কিছুরই উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৯৮]

Sarjeant মনে করেন, চুক্তিপত্রটিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের স্বাক্ষর ছিল কিন্তু ইবনু ইসহাক সে সকল নাম বর্ণনা করতে পারেননি। যেহেতু তিনি সেই চুক্তিপত্রটির কোনো নুসখা পূর্ণ আকারে পাননি। Sarjeant- P. 16 এর শুরুতেই লেখা ছিল,

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

এই চুক্তিপত্রটি নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন মুসলমানের মধ্যে এবং তাদের অনুসরণকারী ও পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগদানকারী এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মাঝে।[৯৯]

চুক্তিপত্রে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অংশগ্রহণকারী সকলেই এক জাতি গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হবে। এই জাতি সকল শাখা ও উপগোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যেহেতু বিভিন্ন শাখা ও উপগোত্রগুলো বড় বড় গোত্রের অংশ হিসেবেই ধর্তব্য হতো। যেমন- মুহাজিরদেরকে একটি গোত্র হিসেবেই গণনা করা হয়।[১০০]

তেমনি কোনো ব্যক্তি যদি এই চুক্তিতে যোগ দিতে চাইত তাহলে তাকে সরাসরি উপগোত্র এবং শাখা গোত্রের মাধ্যমে যোগ দিতে হতো। শাখা গোত্রের সাথে বড় গোত্রগুলোর সম্পর্ক ছিল এমন যে, তারা ঋণ অথবা বন্দি মুক্তির ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে বড় গোত্রগুলোকে সহযোগিতা করত। তবে তার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না এবং হিসাবও ছিল না; যেহেতু সে সময় কেন্দ্রীয় কোনো কোষাগারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। চুক্তিপত্রের নিম্নোক্ত বাক্য থেকেই বিষয়টি বুঝে আসে–

إنهم أمه واحده من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم فيتعاقلون بينهم.

"চুক্তিবদ্ধ লোকেরা একটি জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। মুহাজিরগণ কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মধ্যে রক্তপণের বিষয়টি তারাই সমাধা করবে।"[১০১]

উম্মাহ শব্দটি মদিনার অন্যান্য গোত্র যেমন ইহুদিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও তারা মুহাজির ও আনসারদের মতো নিজেদের এই চুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেনি। এজন্য যেসকল বিষয় অন্যদের জন্য আবশ্যক ছিল তা তাদের জন্য ছিল না এবং ওই সকল অধিকারও তারা ভোগ করতে পারেনি যে সকল অধিকার মুহাজির ও আনসাররা ভোগ করেছেন।[১০২]

শাখা এবং উপগোত্রগুলোর অন্যতম মূল দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় কোষাগার না থাকায় যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা তার রোধ করা। চুক্তির মধ্যে লেখা ছিল–

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

"মুহাজিরগণ কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যকার রক্তপণের ব্যাপারে তারা নিজেরাই সমাধা করবে। আর তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের বন্দিদের মুক্ত করবে এবং মু'মিনদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।"[১০৩]

চুক্তিতে উল্লেখিত বিষয়াবলির দিকে লক্ষ্য রাখলে প্রমাণিত হয় যে, শাখা এবং উপগোত্রগুলোর প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের কথা বারবার বলা হয়েছে। সেসব গোত্রের মধ্য থেকে বানু আউফ, বানু সায়েদা, বানু হারেস, বানু জুশম, বানু নাজজার, বানু 'আম্‌র ইবনু আউফ, বানু নাবিত এবং বানু আউস উল্লেখযোগ্য। প্রাগুক্ত থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, চুক্তিপত্রটি তৎকালীন মদিনার বৃহৎ দুই গোত্র তথা আউস ও খাজরাজকে সম্বোধন করে কিছু বলেনি; বরং ছোট ছোট শাখা

[৯৭] *আল আনসাব- বালাযুরি, ১/৩৮০; তারিখে তবারি- ২/৪০২; আর রউয- সুহাইলি, ৪/২৯৫; আল আমওয়াল- আবূ উবাইদ, পৃ. ৫১৮; তানযিমাতুর রাসূল- পৃ. ৫৩০।*

[৯৮] *আল মুজতামা আল মাদানী- আল উমারি, পৃ. ১২৯।*

[৯৯] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৫৯।*

[১০০] *নুযুম- আল দূরী, পৃ. ১৮।*

[১০১] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৫৯।*

[১০২] *দাওরুল হিজায- আশ শরীফ, পৃ. ৮৭, ৮৮।*

[১০৩] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৫৯।*

গোত্রগুলোর কথা উল্লেখ করেছে। কেননা ইয়াসরিবের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় এই ছোট ছোট গোত্রগুলোর প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। উল্লিখিত বিভিন্ন দায়িত্ব ছোট ছোট গোত্রগুলোই পালন করতো।[১০৪]

শাখা এবং উপগোত্রগুলো কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করত যেন তারা শহরের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তেমনি তারা ঋণ অথবা অন্যান্য দায়িত্বের ক্ষেত্রে পরস্পরে সহযোগিতা করতে পারত। যেমনটি চুক্তিতে লেখা ছিল–

لا يتركنون مغرما بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

তারা তাদের মাঝে রক্তপণ অথবা বন্দী মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্ত রাখতে পারবে না।[১০৫]

এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ) গোত্রীয় ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলতে চাননি; বরং তিনি চেয়েছিলেন গোত্রীয় প্রীতি যেন সঠিক পন্থায় অবলম্বিত হয় এবং তাদের সেই জাতীয়তাবোধ নতুন ধর্ম –যা একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে চায়, তাতে যেন তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হয় এবং সমর্থন ও শক্তিশালী করে। চুক্তিতে উল্লেখিত তয়েফা (طائفة) শব্দটি দ্বারা প্রত্যেক গোত্রের শাখা গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত এটি শাখা গোত্র থেকেও আরো নিচু স্তরে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- পাঁচ দশজনের একটি গ্রুপ। অর্থাৎ- প্রত্যেক শাখা গোত্রের অধীনে যে ৫-১০ জনের বিভিন্ন গ্রুপ আছে তারাও যেন এই চুক্তির ব্যত্যয় ঘটাতে না পারে।[১০৬]

চুক্তিপত্রে এও ছিল যে, কোনো মু'মিন অন্য কোনো মু'মিনের চুক্তিবদ্ধ বন্ধুর সাথে চুক্তি করতে পারবে না– **لا يحلف مؤمن مولى مؤمن دونه.**[১০৭]

এতেই প্রমাণিত হয় যে, জাহিলি যুগে এবং ইসলামের সূচনা যুগে যে চুক্তিবদ্ধ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রে যে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঝামেলা এড়াতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে। হিলফ বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধুত্বের বিষয়টি ইসলামী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যই কার্যকর করা হয়েছে। যদি কেউ কোনো শর্ত ভঙ্গ করে অথবা সীমালংঘন করে বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো কাজ করে তখন এই চুক্তি সকলকে একটি জাতি হিসেবে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে এবং বিশৃঙ্খলাকারীকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছে। ঠিক তেমনি অপরাধী ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নিতে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অপরাধীর কোনো নিকটাত্মীয় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে ঘোষিত হয়েছে।[১০৮]

কাজেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রটি বেশ জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে ঘোষিত হয়েছে এবং এখানে কোনো গোত্রীয় বাধা ও নিকটাত্মীয় হওয়ার দোহাই দিয়ে আইন প্রয়োগে কোনো ধরনের বিঘ্নতার সৃষ্টি করা যাবে না বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه ولو كان ولد أحدهم.

"যারা অন্যায় করবে অথবা ঈমানদারদের মাঝে বিশৃঙ্খলা, সীমালংঘন, পাপ অথবা জুলুমের প্রসার করতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে পরহেজগার ঈমানদাররা এক হয়ে লড়বে যদিও সে তাদের কারো সন্তান হয়ে থাকে।"[১০৯]

এতে স্পষ্ট হয় যে, চুক্তিপত্রের সীমারেখা মেনে চলা এবং সিদ্ধান্তাবলী কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করাও দ্বীনি দায়িত্ব। কারণ সেখানে মু'মিন মুত্তাকী শব্দ উল্লেখ আছে। মুত্তাকী শব্দটি প্রমাণ করে যে, চুক্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী মেনে চলা তাক্বওয়ার পরিচায়ক যা ঈমানদারদের জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক।[১১০]

সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই চুক্তিপত্রটি এমন একটি ব্যাপক ভিত্তিক কর্মনীতি গ্রহণ করে যার ফলে মদিনায় বসবাসরত গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ বন্ধ হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমেই গোত্রীয় বিবাদ এবং এর জন্য যে উস্কানিমূলক সংস্কৃতি প্রচলিত

[১০৪] *তানযীমাতুর রাসূল আল ইদারিয়া- পৃ. ৫৭।*
[১০৫] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৬০।*
[১০৬] *আল হিজায ওআদ দাওলা আল ইসলামিয়া- ইব্রাহিম বাইদুন, পৃ. ১০৬।*
[১০৭] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৬০।*
[১০৮] *আন নুযুম- আদ্ দূরী, পৃ. ১৯।*
[১০৯] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৬০।*
[১১০] *আল মুজতামা আল মাদানী- আল উমারী, পৃ. ১৩২।*

ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে একটি পরিশীলিত ও সুগঠিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১১]

এই ঐতিহাসিক সনদের মাধ্যমেই অপরাধীদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করা হয় এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা হয় যা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি ছিল। অতঃপর এই সনদটি ফৌজদারি অপরাধের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দেয়। যেমন- একটি বিষয় এমনও ছিল যে, মুসলিম এবং কাফিরের রক্ত সমান নয়, **ولا يقتل مؤمن في كافر.** কোনো কাফিরের জন্য কোনো মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না।[১১২]

চুক্তিপত্রে কাফিরদের রক্ত অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হলো, মদিনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকগণ– যারা রাষ্ট্রের জন্য অর্থ নির্বাহ করে এবং এই ভূমি রক্ষা করে, তারা যেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। এটি ছিল মূলত মদিনাবাসীকে বিশেষ রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান।[১১৩]

এতে এও বুঝা যায় যে, চুক্তিপত্রটি সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং একই সাথে জাহিলি যুগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড যেন মানুষ ভুলে যায় তারও ব্যবস্থা করেছিল। এভাবেই ইসলাম জাহিলি যুগে সংঘটিত রক্তপাতকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা দেয় এবং নাগরিকদের মনে এই নতুন চিন্তা ও আদর্শ গেঁথে দেয় যে, এখনকার সম্পর্কের ভিত্তি হবে ঈমান, রক্ত ও নিকটাত্মীয়তা নয়। সেখানে লেখা ছিল, **ولا ينصر كافرا على مؤمن.** কোনো মু'মিন অন্য কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।[১১৪]

চুক্তিপত্রটি ইসলামী সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি কোনো মুসলিম যদি কাউকে আশ্রয় দিতে চাইতো তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। তবে হ্যাঁ, যাদের আশ্রয় নিষিদ্ধ ছিল তারা পারত না। লেখা ছিল, **وأن ذمه الله واحده يجير عليهم أدناهم** মহান আল্লাহর জিম্মায় সবাই এক। সবচেয়ে নিম্নমানের কোনো মুসলিম ব্যক্তিও যে কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে। এর মাধ্যমেই ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে একটি বিশেষ অধিকার দিয়ে দিলো। সে অধিকার হলো ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের অধিকার। তবে তা মু'মিনদের সাথেই করতে হবে এটিও নির্দিষ্ট করে দিলো। আর **অলা** বা বিশেষ সম্পর্ক; যা ভালোবাসা, একে অপরকে সহযোগিতা ও সাহায্য করার অর্থে ব্যবহার হয় তা ঈমানদার ব্যক্তি কোনো কাফিরের সাথে করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ﴾

"ঈমানদাররা যেন কাফিরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে।"[১১৫]

কুরআনে আরো কিছু আয়াত এসেছে যা এই **অলা** বা বিশেষ সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং সেটাকে ঈমানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বলে গণ্য করে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো।"[১১৬]

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্য আল্লাহ জালেমদেরকে নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন।"[১১৭]

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

---

[১১১] *আন নুযুম- আদ দূরী, পৃ. ২০।*
[১১২] *মাজমুআতুল ওসায়িক (পত্রাবলী)- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৬০।*
[১১৩] *M. Walt : Mahammad at Medina, P.P, 188-208।*
[১১৪] *মাজমুআতুল ওসায়িক- হামিদুল্লাহ, পৃ. ৬০।*
[১১৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২৮।*
[১১৬] *সূরা আল মুমতাহিনাহ্ : ১।*
[১১৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫১।*

সিয়াম : তাক্বওয়া অর্জনের পথ

-মো. কায়ছার আলী*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফর্‌য করা হয়েছে যেরূপ ফর্‌য করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো।"[১১৮]

একই সূরায় ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে পবিত্র রমাযান মাসেই আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। শুধু পবিত্র আল কুরআনই নয়, এই রমাযান মাসেই অন্যান্য আসমানি কিতাব ও সহীফা নাযিল করা হয়েছে। রমাযান মাসের ১ম অথবা ৩য় দিনে নাযিল হয়েছে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি তাঁর সহীফা। দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি যবুর কিতাব নাযিল হয় এ মাসের ১২ কিংবা ১৮ তারিখে। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল হয় এ মাসের ৬ তারিখে এবং 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ইঞ্জিল কিতাব নাযিল হয় ১২ কিংবা ১৩ রমাযান। পবিত্র কুরআনের উপরের আয়াতের সূত্র জানিয়ে দেয় সাওম বা রোযা পালনের ইতিহাস দীর্ঘ। মুসলমানেরা রোযা রাখলে তাকে বলা হয় সিয়াম। খ্রিষ্টানরা রোযা রাখলে তাকে বলে ফাস্টিং, হিন্দুরা বা বৌদ্ধরা রোযা রাখলে তাকে বলা হয় উপবাস। বিপ্লবীরা রোযা রাখলে তাকে বলা হয় অনশন। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে অর্থাৎ- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ সবকিছুকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোযা রাখলে তাকে বলা হয় অটোফেজি। Autophagy শব্দটি গ্রিক শব্দ। "Auto" অর্থ নিজে নিজে এবং phagy অর্থ খাওয়া। সুতরাং Autophagy মানে নিজে নিজেকে খাওয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজের গোশ্‌ত নিজেকে খেতে বলে না। মানব শরীরের কোষগুলো বাহির থেকে কোনো খাবার না পেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে তখন মেডিক্যাল সায়েন্স এর ভাষায় তাকে Autophagy বলা হয়।

পাঠকদের সুবিধার্থে আরেকটু সহজভাবে বলা যায়, আমাদের ঘরে যেমন ডাস্টবিন বা ময়লা আবর্জনা ফেলার কোনো ঝুঁড়ি থাকে আবার অন্যদিকে আমাদের কম্পিউটারগুলোতে রিসাইকেলবিন থাকে তেমনি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের মাঝেও একটি করে ডাস্টবিন বা ঝুঁড়ি থাকে। সারাবছর শরীরের কোষগুলো খুব সুস্থ থাকার কারণে ডাস্টবিন পরিষ্কার করার সময় পায় না। ফলে কোষগুলোতে অনেক ময়লা ও আবর্জনা জমে যায়। শরীরের কোষগুলো যদি নিয়মিত তাদের ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে কোষগুলো একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরের বিভিন্ন প্রকার রোগের উৎপন্ন করে। ডায়াবেটিস বা ক্যান্সারের মতো অনেক বড় বড় রোগের জন্ম হয় এখান থেকে। মানুষ যখন খালি পেটে থাকে তখন মানব শরীরের কোষগুলো অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা তো আর আমাদের মতো অলস হয়ে বসে থাকে না। তখন প্রতিটি কোষ তার ভিতরের ময়লা ও আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে। আমাদের মতো কোষগুলোর আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই বলে তারা নিজের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলে। বিস্তারিতভাবে মেডিক্যাল সায়েন্সে এ পদ্ধতিকেই বলা হয় Autophagy। চিকিৎসা বিজ্ঞান Autophagy'র সাথে পরিচিত হয়েছে ২০১৬ সালে। এই Autophagy'র আবিষ্কারের জন্য জাপানের ডাক্তার ওশিনরি ওসুমি ২০১৬ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান। এরপর থেকেই আধুনিক সব মানুষ রোযা রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যারা প্রতিদিন স্বাস্থ্যের কথা ভেবে রোযা রাখতেন না এখন তারাই সু-স্বাস্থ্যের কথা ভেবে রোযা রাখতে চান। রোযার আসল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া অর্জন। একই সাথে আমাদের শরীর ও মনের জন্য এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা রোযা রাখার কারণে কমে আসে। নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখার কারণে আমাদের শরীরের চর্বি Burn হয়। কিন্তু এই উপবাস যদি দীর্ঘসময় ধরে করা হয় তাহলে মাংসপেশীর শর্করা ভেঙে যায় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রাসূল (ﷺ) আমাদের সাহরি খেতে এবং ইফতারে দেরি না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। নিয়মিত রোযা রাখলে হৃদরোগের ঝুঁকি ৫৮% কমে যায়। রোযা রাখার কারণে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল LDL বা Bad Cholesterol কমে সুগারের Metabolism-এর উন্নতি হয়। এটা ওজন বৃদ্ধি পাওয়া এবং ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি কমায় অর্থাৎ- হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। *[৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

[১১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৩।*

যেমন ছিল সালাফদের রমাযান

–মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা : রমাযান মাস কল্যাণের মাস। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত যাবতীয় কল্যাণের সমাহার নিয়ে বছর ঘুরে আমাদের সামনে রমাযান উপস্থিত হয়। রহমত, বরকত আর মাগফিরাতের সামষ্টিক রূপ রমাযান। সত্যিকার অর্থে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত যে এই মহান মাস পেল অথচ রোযা রাখতে পারলো না। এই সুবর্ণ বর্ণাঢ্য আয়োজনে যেখানে ইসলামের বিভিন্ন 'ইবাদত একাকার হয়। যেই 'ইবাদতের একেকটি মহা মূল্যবান, ফলাফল কাঙ্ক্ষিত জান্নাত। সিয়াম এমন একটি 'ইবাদত যেই 'ইবাদতের স ওয়াব আনলিমিটেড ও পুরস্কারও মহান রবের হাত থেকে পাওয়া যায় –সুবহানআল্লাহ। কতই না সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তির জীবন যে এমন প্রভূত কল্যাণের মালিক হতে পারে। তাই তো আমরা দেখি সাহাবায়ে কিরাম ও আমাদের পূর্বসূরি সালফে সালেহীনগণ রমাযানের রোযা কে পাওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই দু'আ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ব্যবসা বাণিজ্য, দারস তাদরীস, দায়বদ্ধতা, সফর ছাড়াও সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। মূলতঃ বক্ষমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য-উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের রমাযানের রোযা সাধনা, পরিশ্রম, লৌকিকতাহীন 'ইবাদত করে রোযার যথার্থ হক্ব আদায় করে উভয় জীবনে সফলতার পথে চলা। আমরাও তাই তাঁদের মতো আলোকোজ্জ্বল অনুপ্রেরণার জীবন গড়তে তাঁদের 'ইবাদতের পদাংক অনুসরণ করে জান্নাত কামনা করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুক –আমীন।

যেভাবে সাহাবী ও সালাফগণ রমাযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন

সাহাবী ও সালাফগণ রমাযান আসার পূর্বে নানা রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রমাযানকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন, রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পাবন্দি হওয়ার জন্য তারা সদা উদগ্রীব ছিলেন। রমাযানের এই 'ইবাদতের মৌসুম উপলক্ষে তাঁদের চেহারায় আনন্দের ছাপ ভাসতো। সদা হাস্যোজ্জ্বল, পরিস্ফুটিত চেহারা জ্বলজ্বল করতো। তাঁদের রমাযানের প্রস্তুতি হতো দু'আ করার মাধ্যমে। কেননা রমাযান মাসে যাবতীয় কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়। যেই মাস হলো কুরআনের মাস। সেই কারণে তাঁরা আনন্দে আবেগাপ্লুত হত। আনন্দ, খুশির বহিঃপ্রকাশ করত। তাঁরা রমাযানের আগমনে যাবতীয় দায়বদ্ধতা, কর্ম ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকার প্রস্তুতি নিতো। উদ্দেশ্য যেন রমাযান মাসের 'ইবাদত হাতছাড়া না হয়। যথাযথভাবে সময়কে মূল্যায়ন করতে তাঁরা বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতেন।

কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত– তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে ৬ মাস দু'আ করতেন এই মর্মে যে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের রমাযানে পৌঁছান (তথা- তাঁরা রোযা রাখতে পারে)। অতঃপর রমাযান পরবর্তী ৫ মাস তাঁরা দু'আ করতেন মহান আল্লাহর কাছে যেন তাদের রোযা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। অতঃপর তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের রমাযানে উপনীত করে দ্বীন ও শারীরিক কল্যাণের উপর এবং তাঁরা মহান আল্লাহকে ডাকতেন যেন তিনি তাঁদেরকে তাঁর আনুগত্যের উপর সাহায্য করেন। তাঁরা দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা 'আমলসমূহ কবুল করেন।[১১৯]

রমাযানের রোযার সাথে অনান্য 'ইবাদত পালনে কোনোরকম ঘাটতির সম্ভাবনা এড়াতে সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসে বেশি করে রোযা রাখার অনুশীলন করতেন।

রমাযান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে। এজন্য বলা হয় রমাযান কুরআনের মাস। কুরআন তিলাওয়াত, উপলব্ধি, অনুধাবন এবং তার বাস্তব চিত্র জীবনে ধারণ করার সুবর্ণ সুযোগ হলো রমাযান মাস। এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসেই কুরআন তিলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করতেন। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– মুসলিমদের কাছে যখন শা'বান মাস উপনীত হয় তখন তাঁরা কুরআনের মাসহাফের উপর উপুড় হয়ে পড়ত।[১২০] সালামাহ্ ইবনু কাহিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– শা'বান মাস হলো– কুরআন তিলাওয়াতের মাস। ক্বারীদের মাস।[১২১]

ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) যখন রমাযান মাস প্রবেশ করত তখন তিনি হাদীসের দারস থেকে সরে যেতেন ও আহলুল 'ইল্‌মের মজলিস। শুধুমাত্র কুরআন গ্রহণ করতেন তিলওয়াতের জন্য।[১২২]

সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) যখন রমাযান মাস আগমন করত তখন তিনি যাবতীয় 'ইবাদত পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন গ্রহণ করতেন।[১২৩]

যেমন ছিল সালাফদের রমাযানের দিনাতিপাত

রমাযানের রোযা মানেই হলো আত্মসংযম, যাবতীয় অন্যায়, অশালীন, মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা। গীবত, তোহমত,

---

* *অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, শেষ বর্ষ, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[১১৯] *লা' ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ, ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ১৪৮।*
[১২০] *লা ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), পৃ. ১৫৮।*
[১২১] *লা'ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), পৃ. ১৫৮।*
[১২২] *লা ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), পৃ. ১৫৮।*
[১২৩] *লা ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), পৃ. ঐ।*

সুদ, ঘুষ, মিথ্যাচার ছাড়াও সকল প্রকারের পাপ থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম তথা রোযা। যেহেতু রোযা মানুষকে বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ সকল প্রকারের পাপের পথ কে নিষেধ করে তাই একজন রোযাদারের জীবন হয় পরিমার্জিত, সুসজ্জিত, সুগঠিত। পাপের কোনো প্রকার গন্ধ তাঁর শরীরে পাওয়া যাবে না বলেই রোযা নিয়ে আসে বড় আত্মসংযমী শিক্ষা। প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণ রমাযানের রোযা থাকা অবস্থায় কিভাবে দিনাতিপাত করতেন। তাদের চিত্র আর আমাদের জীবন যাত্রার চলমান চিত্রকে তুলনা করুন। দেখুন আমাদের কত করুন অবস্থা! সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণ রমাযান মাসে খেতেন হিসাব করে, কম খেতেন, কম ঘুমাতেন, কম কথা বলতেন, ঘোরাফেরা খুব কমেই করতেন। সব সময় 'ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁরা 'ইবাদতবিমুখ চিন্তা চেতনায় মশগুল থাকা থেকে যথাযথ বিরত থাকতেন। তাঁরা পরস্পর সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করতেন। সময়ের মূল্যায়ন করতেন।

ইবনুল কাইয়ুম (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : সময় নষ্ট মৃত্যুর চেয়েও বেশি কঠিন। কেননা সময় নষ্ট আল্লাহ ও পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর মৃত্যুর তোমাকে দুনিয়া ও তোমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে।[১২৪]

সিয়াম শুধুই ভুখা থেকে দিন যাপনের নাম নয়; বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এক ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচির নাম। সিয়াম যেমন রোযাদারের রোযাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে যা মহান আল্লাহর আবশ্যকীয় হক্ব। ঠিক তেমনি রোযা আরো শিক্ষা দেয় রোযা থাকা অবস্থায় কিভাবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি, জিহ্বাকে হিফাযত করা যায়।

সাহাবী জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– যখন তুমি সিয়াম রাখবে তখন তুমি তোমার শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির সিয়াম রাখো। তোমার জিহ্বাকে যাবতীয় মিথ্যাচার ও হারাম থেকে বিরত থাকার সিয়াম রাখো এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। তোমার উপর আবশ্যক হলো– সিয়াম থাকা অবস্থায় নম্র, বিনয়ী, ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। খবরদার! সিয়ামের দিন আর অনান্য দিনসমূহ একই করিও না।[১২৫]

সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণ রমাযানে রোযা থাকা অবস্থায় গীবত, মিথ্যাচার, মূর্খতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতেন যাতে করে রোযার উপর প্রভাব না পড়ে।

কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত– গীবত সিয়ামকে ছিদ্র করে (নষ্ট করে) আর ইস্তিগফার তা জোড়াতালি দেয় (ঠিক করে)।[১২৬] ইবনুল মুনকাদির (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন– রোযাদার ব্যক্তি যখন গীবত করে তখন সে রোযাকে ছিদ্র করে। আর যখন ইস্তিগফার করে তখন তা জোড়াতালি লাগে।[১২৭]

তাঁরা রোযা থাকা অবস্থায় নামায, রোযার পাশাপাশি দান-সাদাক্বাহ্, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির আজকার, মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

সিয়ামকে কেন ঢালস্বরূপ বলা হলো

যুদ্ধের মাঠে যেমন বিরোধী দল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা, পরাজয় করার জন্য ঠিক এমন সংকটময় যুদ্ধ ময়দানে প্রতিপক্ষের তরবারি, তীর, অস্ত্র শস্ত্র থেকে নিজেকে সুরক্ষা, হিফাযত রাখার জন্য যে বস্তু ব্যবহার করে সেনাবাহিনীগণ তাঁকে ঢাল বলে। সিয়ামকে ঢাল বলা হয়েছে এজন্য যে, ঢাল যেমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে আঘাত, তীরসহ যাবতীয় অস্ত্র থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনি রোযা বান্দাকে যাবতীয় পাপাচার, অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে দুনিয়ার জীবনে। মনে রাখবেন! যদি রোযা দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ হয় তাহলে সেই রোযা তার জন্য পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে। আর যদি দুনিয়ার জীবনে রোযা যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ না করে তাহলে পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না। এজন্য রোযাকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১২৮]

সালাফদের ক্বিয়ামুল লাইল

১. ইবনু মুনকাদির (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোনো স্থায়ী স্বাদ নেই। যথা- **(১)** ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ), **(২)** মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ, **(৩)** জামা'আতের সাথে সালাত আদায়।

২. আবূ সুলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে 'ইবাদতগুজার ব্যক্তির রাতে জেগে 'ইবাদতে মশগুল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ, মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকতো না।

৩. অন্য কেউ বলেন : যদি রাজা বাদশারা জানতো। আমরা রাতে কি নিয়ামত পাই তাহলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত।

৪. 'আলী ইবনু বাকার (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : চল্লিশ বছর সূর্য উদিত ছাড়া আমাকে অন্য কিছু চিন্তাগ্রস্ত করেনি।

৫. ফুজাইল ইবনু ইয়াজ বলেন– যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই এজন্য যে রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্নে আমার

---

[১২৪] *আল ফাওয়ায়েদ- ইবনুল কাইয়ুম জাওযী, ৪৫৮।*
[১২৫] *ইবনু আবী শায়বাহ্- হা. ৮৮৫২।*
[১২৬] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম- ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ২৪২।*
[১২৭] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম- ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ২৪২।*
[১২৮] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম- ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ২৪২।*

রবের সান্নিধ্যে একাকিত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তাগ্রস্থ হই।[১২৯]

সালাফদের ঈদ উদযাপন

ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন– ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরিধান করে; বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার আনুগত্য বৃদ্ধি করে।

ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাকের সাজসজ্জা ও গাড়ি বহর প্রদর্শন করে; বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পাপকে মোচন করা হয়েছে।[১৩০]

একদিন এক ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিন আমিরুল মু'মিনিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁর কাছে একটি শুকনো রুটি পান। লোকটি শুকনো রুটি দেখে বলে– হে আমীরুল মু'মিনীন! আজকে ঈদের দিন অথচ শক্ত শুকনো রুটি! 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেন– আজকে ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার সিয়াম, ক্বিয়াম কবুল করা হয়েছে। ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং 'আমলকে কবুল করা হয়েছে। আজকে আমাদের জন্য ঈদ, আগামীকালও আমাদের জন্য ঈদ। প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেই দিনেই আমাদের জন্য ঈদ।[১৩১]

সুফিয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ-র)'র কতিপয় সাথী বলেন– আমি ঈদের দিন তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন– আমরা এই দিন (ঈদের) সর্বপ্রথম শুরু করবো চোখ নিম্নগামী করার মাধ্যমে।[১৩২]

কতিপয় সালাফদের মুখে হতাশা, দুশ্চিন্তার ছাপ প্রকাশ পায় ঈদের দিনে। ঈদের দিন আনন্দ, খুশির বদলে এমন মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করা হলো– আজকের দিন হলো খুশির, আনন্দের। অতঃপর তিনি প্রতিউত্তরে বলেন– তোমরা সত্য বলেছো। কিন্তু আমি এমন একজন বান্দা যে, আমার রব আমাকে আদেশ করেছে তাঁর জন্য এমন 'আমল করার অথচ আমি জানি না যে, তিনি আমার পক্ষ থেকে 'আমল করেছেন কিনা।[১৩৩]

হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন– প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেটাই হলো ঈদ।[১৩৪]

রমাযান ও রমাযান পরবর্তী সালাফদের কুরআন খতম

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ দুই মাসে একবার কুরআন খতম দিতেন। আর কেউ কেউ এক মাসে একবার কুরআন খতম দিতেন।[১৩৫] আর কেউ কেউ ১০ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। আর কেউ কেউ ৮ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ৭ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। আর কেউ কেউ ৬ দিনে দিতেন। কেউ পাঁচ দিনে, কেউ চার দিনে। কেউ তিন দিনে।[১৩৬]

রমাযানের শেষে সালাফদের অবস্থা

রমাযানের শেষে সালাফদের বিষণ্ন, বিবর্ণ চেহারা হতো। ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা রমাযানের প্রাপ্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দীর্ঘ সাধনা কবুল করেন।

বাশার আল হাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এমন ক্বওম আছে যারা রমাযানে 'ইবাদতগুজার ও 'আমলের অনেক পরিশ্রম করে। অতঃপর রমাযান শেষ হলে তা পরিত্যাগ করে। তিনি একথা শুনে বলেন– ঐ ক্বওম কতই না নিকৃষ্ট যারা রমাযান ছাড়া মহান আল্লাহকে চিনে না।[১৩৭]

খলিফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ-র) ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন, অতঃপর তিনি খুতবায় বলেন– হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই তোমরা মহান আল্লাহর জন্য ৩০ দিন রোযা রেখেছো, ৩০ দিন ক্বিয়াম করেছো। আর আজকে তোমরা বের হয়েছো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করার জন্য যে যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে রমাযানের রোযা ও ক্বিয়াম কবুল করেন।[১৩৮]

প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন– যাকে রমাযান মাসে ক্ষমা করা হয়নি তাকে রমাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে ক্ষমা করা হবে না।[১৩৯]

পরিশেষে বলতে চাই সালাফরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের চলার পথকে শাণিত করে। 'ইবাদতগুজার, পরহেজগারিতা ও দুনিয়াবিমুখ জীবন আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে শেখায় 'ইবাদত এভাবেই করতে হয় যার ফলাফল উভয় জাহানের প্রভূত কল্যাণের মালিক হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনগণের পথ অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুক –আমিন। ❑

---

[১২৯] *ক্বিয়ামুল লাইল কিতাব থেকে গৃহীত, লেখক : ড. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম সুলাইমান আর রুমী, পৃ. ৭০-৮০।*

[১৩০] *লা' ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ২৭৭।*

[১৩১] *মাওকেয়ুল মিস্বার থেকে গৃহীত, খুতবার বিষয়- ঈদুল আযহা আল মুবারক, ইসলাম ওয়ে সূত্র।*

[১৩২] *আত্ব তাবসিরাহ্- ইবনুল কাইয়ুম জাওযী, পৃ. ১০৬।*

[১৩৩] *লা' ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ, ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. ২০৯।*

[১৩৪] *লা' ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. ২৭৮।*

[১৩৫] *ঐ।*

[১৩৬] *আত তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন- ইমাম নভবী (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. ১২০-৫০।*

[১৩৭] *মিফতাহুল আফকার লিলত্বায়াহুব লিদারিল ফেরার- ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।*

[১৩৮] *লা' ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. ২০৯।*

[১৩৯] *লা'ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ- ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. ২১১।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[চতুর্থ পর্ব]

দূষণ আর ভেজালে সয়লাব হয়ে গেছে পুরো পরিবেশ। কোনোভাবেই যেন এড়ানো যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে পানির নানাবিধ দূষণ নিয়ে লিখেছি। বিজ্ঞানের ক্রমাগত আবিষ্কার আমাদের আরো সাবধানী হতে সংকেত দিয়েই চলেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বোতলজাত পানিতে জীবানু দূষণ না থাকলেও এতে থাকে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক কণা। আমেরিকার জনপ্রিয় তিনটি পানির ব্রান্ডেড প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, বোতলের ১ লিটার পানিতে ২৪ হাজার প্লাস্টিক কণা থাকে।

প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স শিরোনামের গবেষণা পত্রে জানা যায় ১ লিটার প্লাস্টিকের বোতলের পানিতে প্লাস্টিকের ২৪ হাজার কণা (১ লাখ ১০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৭০ হাজার অতি ক্ষুদ্র কণার সমান) থাকে। এর প্রায় ৯০ শতাংশ ন্যানোপ্লাস্টিক (১ মাইক্রোমিটার চেয়ে ছোট কণা) আর বাকী ১০ শতাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক। উল্লেখ্য যে, ১ মিলিমিটারের চেয়ে ১ মাইক্রোমিটার ১ হাজার গুণ ছোট।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানো প্লাস্টিকের উপর বিশ্বব্যাপী মনোযোগ বেড়েছে। (মরু অঞ্চলের বরফখণ্ড থেকে পর্বত শৃঙ্গ পর্যন্ত এমনকি আর্কটিক বায়ু ও মেঘে এগুলো পাওয়া যায়। মাইক্রোপ্লাস্টিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ার কারণে বাস্তুতন্ত্রে অনায়াসে অনুপ্রবেশ করে। নদী-সাগরের পানিতেও প্রচুর মাইক্রোপ্লাস্টিকের সন্ধান মেলে। ন্যানোপ্লাস্টিকগুলো আবার খুব সহজে ফুসফুস ও পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যায়। এমনকি প্লাসেন্টা বা অমরার মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণের ক্ষতি সাধন করতেও সক্ষম। মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে শিশুদের পাকস্থলীতে গিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে।

প্লাস্টিক বোতলজাত পানির এমনিতরো দূষণজনিত কারণে স্বাস্থ্যগত ভয়াবহতা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। পানি ছাড়া নানাবিধ খাদ্যপণ্য প্লাস্টিকের মোড়কে বিপননের ফলে সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। স্বাস্থ্য ঝুঁকির কবলে মানুষ হাবুডবু খাচ্ছে। মুড়ি, মসলা, বিস্কুট, চানাচুর প্লাস্টিকের বয়ামে সংরক্ষণ করা হয়, যা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, একটি শিশু তার জন্মের পরের লগ্ন থেকেই পুরুষত্বহীন হওয়ার দিকে ঝুঁকছে প্লাস্টিকের অতি ব্যবহারের কারণে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটির গবেষণার জন্য খাবারে মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে দু'ধরনের খাবার সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে একটা ছিল প্লাস্টিকে মোড়া এবং অপরটিতে কোনো প্লাস্টিকের আবরণ ছিল না। প্লাস্টিকের প্যাক খাবারে প্রায় ২.৩০ লাখ মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। অপর দিকে প্লাস্টিকের আবরণ ছাড়া খাবারে ৫০,০০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা ছিল। গবেষকরা অভিমত দেন যে, এই পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক শুধু প্যাক করা খাবার থেকেই পাওয়া গেলে প্রত্যেক মানুষের পেটে প্রতিদিন ১০ গ্রাম মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশ করছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ (ICMR) এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশন (NIN)-এর গবেষণা অনুসারে প্লাস্টিকের পাত্রে সঞ্চিত খাবার খাওয়ার পরে গর্ভবতী মহিলারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ এই প্লাস্টিকের বিষ শিশুর শরীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

খাবার পানি রাখার বোতল পলিকার্বোনেট প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়। এই প্লাস্টিককে নমনীয় করার জন্য তাতে যোগ করা হয় বিসফেনল এ বা বিপিএ। গবেষণাসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, গর্ভাবস্থায় বিপিএ রাসয়নিকগুলো অনাগত শিশুর ফার্টিলিটি সিস্টেমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিপিএ রাসয়নিক হরমোনকে প্রভাবিত করে এমনকি ক্যান্সার ও বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে। কিন্তু জন্মের আগেই প্লাস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যকে ভয়ানক ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্লাস্টিক পাত্রের বহুল ব্যবহার আজকাল ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। পঁচাবাসি খাবার তদুপোরি মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে গরম করার প্রণালী অনাগত শিশুকে স্বাস্থ্যগত বিপত্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এতো গেল প্লাস্টিক সমাচার। এখন শোভাবর্ধন

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

কিংবা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কসমেটিক্স পণ্য মানুষকে আরো এক ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ঠেলে দিচ্ছে। যেন 'যে শর্ষে ফুলে ভূত তাড়াবেন, তাতেই ভূত'। তাহলে ভূত কীভাবে পালাবে? সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী অধুনা দাঁত পরিস্কারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নানা ব্র্যান্ডের দামী টুথপেস্ট। অথচ একটা সময় ছিল যখন মানুষ ব্যাপকভাবে দন্ত পরিস্কারের জন্য মিস্ওয়াক ব্যবহার করতেন। আমাদের দেশে নিমের দাঁতন ব্যবহার হতো। এমনো শুনেছি, দাঁত তো পরিষ্কার হতো তদুপোরি ১২ বছর ব্যবহার করলে নাকি সাপের কামড়ে শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। নিমডালে এমনি ঔষধি গুণাগুণ প্রায় সকলের জানা ছিল। অধুনা সৌখিন ও ফ্লেভারড টুথপেস্টগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে প্যারাবেন নামক কেমিক্যাল।

দক্ষিণ কোরিয়ার ওনজিন ইন্সটিটিউট ফর অকুপেশনাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সংস্থার সহযোগিতায় এসডোর (এন্ডায়বনমেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল অর্গানাইজেশন) গবেষণায় ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। প্যারাবেন সাধারণত প্রিজারভেটিভ হিসেবে অধিক কার্যকর এবং সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্টে এটি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের রাসয়নিক পদার্থ আমাদের হরমোন নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এন্ড্রোকাইন সিস্টেমের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। মোদ্দাকথা, প্যারাবেনের যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে হরমোন নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত, প্রজননসমস্যা এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

টুথপেস্টে প্যারাবেন ছাড়াও ফ্লোরাইডের অতিরিক্ত ব্যবহারের নেতিবাচক ফল গবেষণায় উঠে এসেছে। ফ্লোরাইড ছাড়া সোডিয়াম ডাই ক্লোরাইডের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি দাঁতের রাজ্যে একটা অশনিসংকেত। ফ্লোরাইডের অতিরিক্ত ব্যবহার হাড়ের ভারসাম্য নষ্ট করে। দাঁতের এনামেল গঠনে সমস্যা তৈরি করে। তাছাড়া অতিরিক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনীর সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্কদের পারসোনাল ফেয়ার প্রোডাক্টে ২২টি নমুনার মধ্যে ৫টি পণ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে প্যারাবেনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তন্মধ্যে হ্যান্ডওয়াশ একটি। পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নামে প্যারাবেন যুক্ত হ্যান্ডওয়াশের ব্যবহার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। একটা টুথপেস্টে ১৮২৩ মাইক্রোগ্রাম এবং দু'টি হ্যান্ডওয়াশের নমুনায় ১৪০৩-১৮৩৪ মাইক্রোগ্রাম প্যারাবেনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এমনকি শিশুদের একটি টুথপেস্টেও ৬৫৯ মাইক্রোগ্রাম মিথাইল প্যারাবেন এবং ৫০.৫ মাইক্রোগ্রাম বিউটাইল প্যারাবেনের উপস্থিতি ভোক্তা মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

আধুনিককালে প্রসাধনীর ব্যবহার বেড়েছে। পাকাচুলে কলপ দিয়ে যৌবনে ঔজ্জ্বল্য তুলেধরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই কালো রং বা প্রসাধন ব্যবহার করছেন। জাবের ইবনু 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিনে আবূ কুহাফাকে আনা হলো। তখন তার চুল-দাঁড়ি ছিল 'সাগামা' ফুলের মতো সাদা। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, 'এটিকে কোনোকিছু দ্বারা পরিবর্তন করো'। 'তবে কালো থেকে বিরত থাকো'।[১৪০] জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেন না। এমনি একটা রাসূল (ﷺ)-এর বাচনিক উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে জানা যায়, তিনি বলেন, শেষ যুগে এমন এক শ্রেণির লোক হবে, যারা পায়রার ছাতির মতো কালো কলপ ব্যবহার করবে তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না'।[১৪১] অথচ নির্বিচারে কৃষ্ণকায় রূপ ধারনের জন্য কলপের ব্যবহার চলছে।

চুলে নিয়মিত কলপ ব্যবহারের কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়ে গেছে। কলপের রংয়ে এমন কিছু ক্ষতিকর রাসয়নিক উপাদান থাকে যা চুলের মাধ্যমে শোষণ প্রক্রিয়ায় ত্বকে ভেদ করে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। চুলের কলপে থাকে প্যারাফিনাইলেনে ডিয়ামিন নামক রাসয়নিক উপাদান। এই উপাদানটির প্রভাবে নানাধরনের এলার্জি কিংবা ফুসকুড়িও তীব্র চুলকানির সৃষ্টি হতে পারে। ঔষধ সেবনের ফলে এগুলো সাধারণতঃ নিরাময় হয় না; ক্রনিক আকার ধারণ করে জীবন চক্রকে বিষময় করে তোলে। চুলের রং-এ পারসালফেটস নামক আর একটি উপাদানের উপস্থিতি প্রসাধন ব্যবহারকারীদের ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু এই উপাদানটির কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ক্ষতিকর ওই উপাদানটি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। কলপের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ত্বকের কেরিটিনাইজড প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানুষ ত্বক জনিত নানা জটিলতার শিকার হয়।

---

[১৪০] সহীহ মুসলিম- হা. ৫৪৬৬।

[১৪১] সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪২১২।

কলপের মতো লিপিস্টিক বা লিপগ্লসের ব্যবহার নারী প্রসাধনীর অন্যতম নাম। নিত্যদিন কিংবা দিনে একাধিকবার এর ব্যবহারের কুফল আঁতকে উঠার মতো। লিপিস্টিক তৈরির ব্যবহৃত উপাদান সীসা এবং অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রোমিয়াম ক্যাডমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাংগানিজের ব্যবহার মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। গবেষণার সূত্রে প্রমাণিত যে, সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ৭৫% এ সীসা ও ৩০% ক্রোমিয়াম আছে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশি। মাত্রাতিরিক্ত ওই সকল উপাদানের ব্যবহার দুঃশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উচ্চমাত্রার ক্যাডিয়াম কিড্নীতে জমা হওয়ার ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে রেনাল ফাংশন পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে। আবার যারা দিনে একাধিকবার লিপিস্টিক বা লিপগ্লস লাগান, তারা অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রোমিয়াম শরীরে ঢুকাচ্ছেন। এই ভারী ধাতুটি পাকস্থলীতে টিউমার তৈরির ঝুঁকি বাড়ায়। ক্যাডিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের দরুণ সৌন্দর্য বন্ধনকারী প্রসাধনীটির কারণে শরীরের বিপাকীয় রস ও অম্লের সাথে মিশে বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

সবচেয়ে ভয়ানক দিক হলো– এসব ধাতুর পদার্থগুলোর উপস্থিতি কোনো লিপিস্টিকে লেখা থাকে না। মার্কিন ও ইউরোপীয় মুল্লুকে আইন অনুযায়ী কোনো পণ্যের গায়ে তার কন্টামিন্যান্ট বা দূষক পদার্থের নাম লেখার প্রয়োজন নেই। আর আইনের এই ফাঁক গলিয়ে উৎপাদন হচ্ছে সব নামীদামী ব্র্যান্ড। আরো ভয়ানক হলো নামিদাবী ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি এমনটি হয় তাহলে সাধারণ উৎপাদক কীভাবে ওই সকল সৌখিন উপাদান তৈরি করছেন তা ভাববার দাবি রাখে।

ঠোটে প্রতিনিয়ত লিপিস্টিক লাগানোর ফলে, যেন বিষ পান করা হয় অল্প অল্প করে –এমনি একটা আপ্তবাক্য বিজ্ঞানীদের মাঝে প্রচলিত আছে। এনভাইরোনমেন্টাল হেলথ পার্সপেকটিভ (ইএইচপি) প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ডা. ক্যাথরিন হ্যাম বলেন, শিশুরা লিপিস্টিক খাওয়া শুরু করলে বিষয়টা চিন্তার উদ্রেক করেছে। কারণ শরীরের ক্ষমতার তুলনায় একটু একটু করে বেশি মাত্রার ধাতব দ্রব্য তাঁদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়বে। আক্রান্ত হবে জটিল ও নাম না জানা রোগে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এ্যান্ড ড্রাগ এ্যাডমিনিস্টেশন (এফডিএ) অনুরূপ আশংকা প্রকাশ করেছে। বিশেষতঃ দস্তার বহুল ব্যবহার আরো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

যে রাতে নাযিল হয়েছে আল কুরআন

[২৮ পৃষ্ঠার পর]

তারপর তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে সব কথা খুলে বললেন। একথা শুনে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, কখনো নয়, আপনি বরং শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার অধিকার আদায় করেন। সদা সত্য কথা বলেন। অসহায়দের কষ্টভার লাঘব করেন। গরিবদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং ভালো কাজে সাহায্য করেন। তারপর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকাহ্ জাহিলী যুগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় কিতাব লিখতেন। এমনকি ইঞ্জিল কিতাব অনুবাদ করে অনেক কিছু লিখেছিলেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, ভাই! আপনার ভাতিজা কি বলেন, একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকাহ্ নবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে ভাতিজা! কি ব্যাপার তুমি কি দেখতে পাও? তখন নবী (ﷺ) যা কিছু দেখেছিলেন সব খুলে বললেন। নবী (ﷺ)-এর মুখে সবকিছু শুনে ওয়ারাকাহ্ বললেন : "ইনিই সে ফেরেশ্তা যাঁকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল।" আহা! যদি আমি সে সময় যুবক হতাম, হায়! আমি যদি বেঁচে থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূল (ﷺ) বললেন, তারা কি আমাকে এখান থেকে বের করে দিবে? ওয়ারাকাহ্ বললেন, হ্যাঁ! তারা তোমাকে বের করে দিবে। তুমি যা পেয়েছ, তা যে-ই পেয়েছে, তাকেই দুঃখ দেয়া হয়েছে। তোমার সে সময় আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফাল মারা যান এবং ওয়াহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এজন্য রাসূল (ﷺ) খুবই চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন।[১৪২]

কুরআন পাক লাইলাতুল ক্বদ্রে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এই যে, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফুয থেকে লাইলাতুল ক্বদ্রে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরীল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ তেইশ বছরে নাযিল করা হয়।[১৪৩] ❑

[১৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩।*
[১৪৩] *আদওয়াউল বায়ান।*

ক্বাসাসুল কুরআন

যে রাতে নাযিল হয়েছে আল কুরআন

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

ক্বদ্‌র মহিমান্বিত একটি রজনী। এই রজনীতে অজস্র ধারায় মহান আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এ রাতে এত অধিকসংখ্যক রহমতের ফেরেশ্‌তা পৃথিবীতে অবতরণ করেন যে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এক অনন্য শান্তি বিরাজ করে পৃথিবীতে। কুরআনুল কারীম নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন এই রাতকে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও মহা সম্মানিত রাত হিসেবে আমাদের দান করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা ক্বদ্‌রের রাতকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন। হাজার মাসের ‘ইবাদতের চেয়েও এ রাতের ‘ইবাদত শ্রেষ্ঠ। এ রাতে মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। মহান রাব্বুল ‘আলামীন মানব জাতিকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন তাদেরকে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। পাশাপাশি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত হওয়ার গৌরব দান করেন। আর শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর খাতিরে তাঁর উম্মাতদের অনেক বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা দান করেন লাইলাতুল ক্বদ্‌র তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রতিবছর রমাযান মাসের শেষ দশকের রাতগুলোর মধ্যে কোনো এক বেজোড় রাত হলো ভাগ্য নির্ধারণ বা লাইলাতুল ক্বদ্‌রের রাত। যে রাতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে, সে রাতই লাইলাতুল ক্বদ্‌র। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾

“নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে নাযিল করেছি ক্বদ্‌রের রাত্রিতে।”[১৪৪]

নবী (ﷺ)-এর উপর কুরআন নাযিলের ঘটনাটি বর্ণনা করেছে তার স্ত্রী উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর প্রথম প্রথম নিদ্রাবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পূর্বে একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকদিন ‘ইবাদত বন্দিগী করা। এজন্য তিনি কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)’র কাছে আসলে তিনি পুনরায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছল। ফেরেশ্‌তা (জিবরীল) তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি পাঠ করুন। রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি পাঠ করতে জানি না। রাসূল (ﷺ) বলেন, তখন ফেরেশ্‌তা [জিবরীল (আলাইহিস সালাম)] আমাকে ধরে খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে কষ্ট উপলব্ধি করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। এতে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। আর আমি খুবই ভয় পেলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন! আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মতো খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন–

﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ○ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ○ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ○ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ○ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

“আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পাঠ করুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন; তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তপিন্ড থেকে, আপনি পাঠ করুন আর জেনে নিন, আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানী ও দাতা, যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন; আর মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা মানুষ জানত না।”[১৪৫]

এরপর রাসূল (ﷺ) এ অবস্থায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)-কে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। তখন সবাই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করেছিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে ডেকে বললেন, শুনো, আমার কি হলো! আমি আমার নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি। *[২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[১৪৪] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ১।*

[১৪৫] *সূরা আল ‘আলাক্ব : ১-৫।*

সমাজচিন্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা– কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ

[৭ম (শেষ) পর্ব]

মহিলাদের জাহান্নাম থেকে সতর্ক করা

হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِيْ لُبٍّ مِنْكُنَّ". قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ "أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّيْ وَتُفْطِرُ فِيْ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ".

"'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে রমণীগণ! তোমরা দান করতে থাকো এবং বেশি করে ইস্তিগফার করো। কেননা, আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের বেশিরভাগই নারী। জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি? তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। আর দ্বীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোনো সম্প্রদায়, জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চাইতে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে আমাদের কমতি কিসে? তিনি বললেন, তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ হলো দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর স্ত্রীলোক (প্রতি মাসে) কয়েক দিন সালাত থেকে বিরত থাকে আর রমাযান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করে; (ঋতুবতী হওয়ার কারণে) এটাই তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ত্রুটি।"[১৪৬]

[১৪৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৪।*

ব্যভিচারের দরজা বন্ধ করা

হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةً".

"আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রতিটি চোখই যিনাকরী। কোনো নারী সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন অর্থাৎ- যিনাকারিণী।"[১৪৭] হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيْحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ : يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ حِبِّيْ أَبَا الْقَاسِمِ (ﷺ) يَقُوْلُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার সাথে এক মহিলার দেখা হলো, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল এবং তার (পাতলা) কাপড়ও বাতাসে উড়ছিল। তখন আমি তাকে বলি, হে বেহায়া মহিলা! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি খুশবু ব্যবহার করেছো? সে বললো, হ্যাঁ। তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ [ﷺ])-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা খুশবু লাগিয়ে এ মসজিদে আসে, তার সালাত কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে। (এমন উত্তমরূপে গোসল করে যাতে তার দেহে কোনো সুগন্ধি না থাকে)।"[১৪৮]

অবাধ পাপাচারের শাস্তি

হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ". قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ "نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ".

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস,

[১৪৭] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৮৬।*
[১৪৮] *আবূ দাউদ- হা. ৪১৭৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০২।*

শারীরিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি নিপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন ঘৃণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।"[১৪৯]

এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো **পাপের শাস্তি** সম্পর্কে অপর এক হাদীসে এসেছে–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِيْ سَمِعَ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلٰى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ يَعْنِيْ الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"'আব্দুর রহমান ইবনু গানাম আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু-হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আশ'আরী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেননি। তিনি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোনো অভাব নিয়ে ফকির আসলে তারা বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেবেন। পর্বতটি ধসিয়ে দেবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।"[১৫০] অপর এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذٰلِكَ قَالَ "إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ".

"'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণস্বরূপ 'আযাব এ উম্মাতের মাঝে ঘনিয়ে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কখন এসব 'আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে।"[১৫১] অপর এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ".

"আবূ মালেক আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।"[১৫২]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার ভয়াবহ পরিণাম

বর্তমান পরিস্থিতিতে এইসব অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আমাদের কি কোনো করণীয় নেই? আল্লাহ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশ্তাকুল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।"[১৫৩]

বানী ইসরা-ঈল লোকদের শনিবারে মাছ ধরার সীমালংঘন প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾

[১৪৯] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২১৮৫।*
[১৫০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৯০।*
[১৫১] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২২১২।*
[১৫২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০২০।*
[১৫৩] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৬।*

“আর স্মরণ করো, যখন তাদের একদল বলল, ‘তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন ‘আযাব দেবেন’? তারা বলল, ‘তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।”[১৫৪]

﴿وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾

“অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করে। আর যারা যুল্‌ম করেছে তাদেরকে কঠিন ‘আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচার করত।”[১৫৫]

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল। **এক.** যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে মহান আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। **দুই.** যারা নিজের বিরুদ্ধাচারণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচারণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? **তিন.** যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে মহান আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদের বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে তারা মহান আল্লাহর সামনে নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

“আর তোমরা ভয় করো ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ ‘আযাব প্রদানে কঠোর।”[১৫৬]

অর্থাৎ- সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকো যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা যুল্‌ম করেছে তারাই পড়বে না। হাদীসে এসেছে–

[১৫৪] *সূরা আল আ’রাফ : ১৬৪।*
[১৫৫] *সূরা আল আ’রাফ : ১৬৫।*
[১৫৬] *সূরা আল আনফাল : ২৫।*

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَتَضَعُوْنَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا : ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة : ١٠٥)، قَالَ : عَنْ خَالِدٍ، وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ وَقَالَ عَمْرٌو : عَنْ هُشَيْمٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوْا، إِلَّا يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ : وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُوْ أُسَامَةَ : وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ شُعْبَةُ فِيْهِ : مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ.

ক্বাইস (রাহিমাহুল্লাহ-র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, হে জনসমাজ! তোমরা তো এ আয়াত পাঠ করে থাকো, কিন্তু একে যথাস্থানে প্রয়োগ করো না। মহান আল্লাহর বাণী : “তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[১৫৭] তিনি খালিদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোনো যালেমকে যুল্‌ম করতে দেখে তার দু’হাত চেপে ধরে না অবিলম্বে আল্লাহ তা‘আলা তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। ‘আম্‌র (রাহিমাহুল্লাহ-র) হুসাইন থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে পাপকাজ হতে থাকে, এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দিবেন। ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, খালিদ, আবূ ‘উসামাহ ও একদল বর্ণনাকারী যেরূপ বলেছেন, এরূপ বর্ণনা তিনি করেছেন। এ বর্ণনায় শু’বাহ্ বলেন, ‘যে সম্প্রদায়ে পাপ চলতে থাকে এবং পাপীদের চাইতে তাদের সংখ্যা বেশি হয়’।[১৫৮] অপর এক হাদীসে এসেছে–

[১৫৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ১০৫।*
[১৫৮] *আবূ দাউদ- ৪৩৩৮; তিরমিযী- ২১৬৮; ইবনু মাজাহ্- ৪০০৫।*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ "أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ". قَالَ فَبَكَى أَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا.

"আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন, সাবধান! মানুষের ভয় যেন কোনো ব্যক্তিকে সজ্ঞানে সত্য কথা বলতে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, (এ হাদীস বর্ণনাকালে) আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বহু কিছু লক্ষ করেছি কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি।"[১৫৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।"[১৬০]

প্রত্যেক দায়িত্বশীলদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"'আব্দুল্লাহ [ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শুনো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৬১]

[১৫৯] *ইবনু মাজাহ- হা. ৪০০৭; আত্ তিরমিযী- হা. ২১৯১।*
[১৬০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৪।*
[১৬১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৫৪।*

কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে আমাদের কী করণীয়?

এই ব্যাপারে হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ". وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ- وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ- "فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ".

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনোরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখবে, তখন যদি শক্তি থাকে, তবে তাকে হাত দিয়ে (শক্তি দিয়ে) ঐ অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে। যদি তার হাত দিয়ে প্রতিহিত করার মতো ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখের দ্বারা বাধা দেবে এবং তার পক্ষে যদি এটাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দিয়ে (তার কাজকে) ঘৃণা করবে এবং এটাই দুর্বলতম ঈমানের অংশ।"[১৬২]

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ না করলে কি হবে?

এই ব্যাপারে হাদীসে এসেছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ".

"হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।"[১৬৩]

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের ধরন

হাদীসে এসেছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ". قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ. قَالَ "يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ".

"হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো মু'মিন ব্যক্তির জন্য

[১৬২] *সুনান আবূ দাউদ- ই. ফা. বাং, হা. ৪২৮৯।*
[১৬৩] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯।*

নিজেকে অপমানিত করাটা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, সে নিজেকে কিভাবে অপমানিত করে? তিনি বললেন, এমন কঠিন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যার সামর্থ্য তার নেই।"[১৬৪] হাদীসে এসেছে–

يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا".

"নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিলো। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভালো হত) এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।"[১৬৫] অপর এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ". قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ "نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ".

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, শারীরিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি নিপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন ঘৃণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।"[১৬৬]

এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো পাপের শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ "إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ".

"'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণস্বরূপ 'আযাব এ উম্মাতের মাঝে ঘনিয়ে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কখন এসব 'আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে।"[১৬৭]

আজকে যদি আমাদের সমাজে চলমান ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীতাসহ সংঘটিত নানান পাপাচারের ব্যাপারে আমাদের কোনো করণীয় না থাকে, কোনো ভূমিকা না থাকে তবে অবশ্যই আমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে, কারণ মানুষের পাপাচারের কারণে দুনিয়াতে 'আযাব নেমে আসলে তা কাউকেই ছাড়বে না। অতএব আমাদের দেশের দায়িত্বশীল, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দায়িত্বশীল, অভিভাবক, সচেতন মানুষ সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারা যে যার যার জায়গা থেকে এদের এহেন অপকর্ম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন, সময় থাকতেই এদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিহত করুন, এদের এই মারাত্মক ভাইরাস সমাজে ছড়িয়ে পড়ার আগেই একে বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

শেষ কথা হচ্ছে কুরআন সুন্নাহতে সকল বিষয়ের পরিষ্কার বিধিবিধান আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে দিয়েছেন, এতো কিছুর পরেও যদি আমরা তার মাধ্যমে উপকৃত হতে না পারি, এতো পরিষ্কার দিক নির্দেশনা থাকার পরেও যদি আমরা কুরআন সুন্নাহর বিধিবিধান না মেনে বরং লঙ্ঘন করে গোমরাহিতে লিপ্ত হই, পথভ্রষ্ট হই তবে তো আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ হবে না। হাদীসে এসেছে–

أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُوْلُ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا

[১৬৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২২৫৪।*
[১৬৫] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ২৩৩১।*
[১৬৬] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২১৮৫।*
[১৬৭] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২২১২।*

رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ "قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيْدَ انْقَادَ".

“ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নাসীহত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন, আমি তোমাদের আলোকিত দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতোই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবশী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মু’মিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই টানা হয়, সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়।”[১৬৮]

অতএব দুনিয়াতে আমরা কেউ চিরস্থায়ী নই; বরং আজকে আছি কিন্তু আগামীকাল নাও থাকতে পারি এবং দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে, মানুষ ও শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাবে আমরা যেন আমাদের পরকাল না হারাই। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾

“প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।”[১৬৯]

এক নজরে ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীতার ক্ষতিকর দিকসমূহ

১. প্রথম কথা হলো এটি ইসলামে হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজ।

২. এটি একটি বিকৃত মস্তিষ্কের জঘন্য ও নিকৃষ্ট চর্চা এবং লা’নতের ও মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

৩. এটি মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এবং ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হুমকিস্বরূপ কারণ– এতে সামাজিক অবক্ষয়, অনাচার এবং বিপর্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

৪. এর ফলে মানব শরীরে দেখা দিতে পারে ভয়ংকর যৌন রোগ, শারীরিক ও মানুষিক স্বাস্থ্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন- স্তন ক্যান্সার, সার্ভিকাল ক্যান্সার, মলাশয়ের ক্যান্সার, অতিরিক্ত হরমোন সমস্যা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হেপাটাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, অস্টিওপোরোসিস, মূত্রথলির ক্যান্সার, মানসিক সমস্যা, এইচআইভিসহ যৌনবাহিত সংক্রমণ ইত্যাদি।

৫. বস্তুত একজন ছেলে কখনোই মেয়ে সেজে একজন প্রকৃত ছেলের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না, তেমনিভাবে একজন মেয়ে কখনোই ছেলে সেজে একজন প্রকৃত মেয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না এটা একটি বাস্তবতা বিরোধী প্রথা।

৬. সমকামীতার ফলে পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিপর্যয় দেখা দিবে।

৭. এটি একজন পুরুষকে পুরুষ হিসেবে তার কর্ম ক্ষমতা ও দক্ষতাকে নষ্ট করে দিবে, একজন নারীকে নারী হিসেবে তার কর্ম ক্ষমতা বা কর্ম দক্ষতাকে নষ্ট করে দিবে। সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ বলে সেখানে কিছু থাকবে না।

৮. এই ধরনের আরো বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এর উপর এবং সকল মু’মিন পুরুষ এবং নারীদের উপর মহান আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

[১৬৮] *সুনানে ইবনু মাজাহ- হা. ৪৩।*

[১৬৯] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৮৫।*

সূচীপত্র

কিশোর ভুবন

আমি বরকতময় রাত!

মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ

অনুবাদ : হাফিজুর রহমান*

সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো তারা। চাঁদ এখনো উঠেনি। আরবি রমাযান মাসের শেষ রাতগুলোর মধ্যে আমি এক রাত।

মক্কা ও আরবদেশে অন্যান্য রাতের মতোই লোকেরা আমাকে বরণ করে নিয়েছে। কেউ এখন সারারাত জেগে থাকবে, গল্প-গুজব করবে, আবার কেউ সারারাত ঘুমাবে।

আসলে যেদিন পৃথিবীর জন্ম, সেদিন থেকেই পৃথিবী আমার অপেক্ষা করছিল। আমার অনেক মর্যাদা, ঘটনা, স্মৃতি ও ইতিহাস রয়েছে। আমি হচ্ছি আলোয় ভরপুর এক রাত। তোমরা হয়তো ভাবছো, রাত আবার আলোয় ভরপুর কিভাবে হয়! না, এই আলো সূর্য, চাঁদ বা লাইটের আলো নয়। এটা হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা এক বিশেষ আলো। এই আলো পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। আর এই আলোর কারণেই আমার সম্মান অনেক বেশি। কত বেশি জানো? ত্রিশ হাজার রাতের চেয়েও বেশি। আমি এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

হুমম... তোমরা আমাকে চিনে ফেলেছো। আমি লাইলাতুল ক্বদ্‌র।

আমার জন্ম তোমাদের অনেক অনেক আগে। ৬১০ সালে রমাযান মাসে। মানে হলো যখন থেকে আরবি হিজরি তারিখ শুরু হলো, তার তেরো বছর আগে আমার জন্ম। আমার জন্মের সময় তোমাদের সবার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল্লাহ (ﷺ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

মক্কার বাইরে তখন হেরা নামে একটা বড় পাহাড় ছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রতিদিন সেই পাহাড়ে উঠে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। এখানে বসেই তিনি মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতেন, দু‘আ করতেন। আর মক্কার লোকজন তখন করতো মূর্তির পূজা।

তাঁর একটি দু‘আ হলো– ‘ওগো পৃথিবীর মালিক! হে আসমান, জমিন, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়ের সৃষ্টিকর্তা! আপনিই তো আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার কাছেই ফিরে এলাম। আপনি আমার ওপর খুশি হন!’ তিনি বারবার এই দু‘আ করতেন।

এক রাতে হঠাৎ পুরো পৃথিবী আলোয় আলোয় ভরে গেলো। ওপরে আলো, নিচে আলো, ডানে আলো, বামে আলো, যেদিকে তাকাও শুধু আলো আর আলো। এই আলোর মাঝে আকাশ থেকে নেমে এলেন একজন সম্মানিত ফেরেশ্‌তা। তার নাম জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। তিনি আসলেন খুব সুন্দর কিছু কথা নিয়ে। তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বললেন, ‘পড়ুন।’ কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ) পড়বেন কিভাবে! তোমাদের আব্বু আম্মু যেভাবে তোমাদের পড়তে শিখিয়েছে, সেভাবে তো কেউ তাকে পড়তে শেখায়নি। তাই তিনি বললেন, ‘আমি তো পড়তে পারি না।’ একথা শুনে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন।’ মুহাম্মাদ (ﷺ) আবার বললেন, ‘আমি তো পড়তে পারি না।’ জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাকে আবার জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘পড়ুন।’ মুহাম্মাদ (ﷺ) আবারও বললেন, ‘আমি তো পড়তে পারি না।’ এবার জিবরীল মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পড়ে শোনাতে লাগলেন–

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ﴾

“পড়ুন আপনার সৃষ্টিকর্তার নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার প্রতিপালক তো সম্মানিত। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। তিনি মানুষকে এমন জিনিস শিখিয়েছেন, যা মানুষ আগে জানতো না।”[১৭০]

জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাথে মুহাম্মাদ (ﷺ)-ও এই আয়াতগুলো পড়তে লাগলেন। এরপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে গেলেন। আর এমন হঠাৎ করে ফেরেশ্‌তার দেখা পেয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন অস্থির। তিনি তাড়াতাড়ি

---

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[১৭০] *সূরা আল ‘আলাক্ব : ১-৫।*

বাড়িতে তার স্ত্রী খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কাছে গেলেন। ভয়ে তিনি ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। তাঁর পুরো শরীর ভিজে গিয়েছিল। খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার শরীর ঢেকে দিলেন। ভয় একটু কমলে তিনি খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে সবকিছু খুলে বললেন। কিভাবে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তার চারপাশ আলোয় ভরে উঠলো, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কিভাবে তাকে পড়ালেন, কী পড়ালেন সব তিনি খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন। সব শুনে খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তো আপনার সাথেই আছেন। আপনি একজন ভালো মানুষ। আপনি আপনার পরিবারকে ভালোবাসেন। বাজে কথা, মিথ্যা কথা বলেন না। সবসময় সত্যকথা বলেন। কেউ আপনার কাছ থেকে টাকা পেলে জলদি দিয়ে দেন। আপনার কথাবার্তা চলাফেরা সবই ভালো। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

এরপর খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক। তার বয়স ছিল অনেক বেশি। তিনি অনেক বই পড়েছেন। ইঞ্জিল ও তাওরাত নামের বই দু'টি তিনি খুব ভালোমতো পড়েছিলেন। অনেক ধর্মের বিষয়ে তার জানা ছিল। আর এজন্যই তিনি অন্যদের মতো মূর্তিপূজা করতেন না। হেরা পাহাড়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথে যা যা ঘটেছে সবকিছু খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওয়ারাকাকে বলতেই তিনি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনার কাছে তো মহান আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি আপনি মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিমাস সালাম)-এর মতো নবী হবেন। পুরো পৃথিবীর নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নবী বানানোর জন্য ঠিক করেছেন। তিনি আপনাকে তার রাসূলও বানাবেন। যেন মানুষকে আপনি ভালো ভালো কাজ করার কথা বলতে পারেন। দুঃখের বিষয় হলো অন্য লোকেরা প্রথমে আপনাকে মেনে নিবে না; বরং তারা কিছুদিনের মধ্যেই আপনাকে আপনার দেশ মক্কা থেকে বের করে দিবে। কিন্তু শেষে আবার তাদের সাথে যুদ্ধ করে আপনিই জিতবেন। হায় হায়! আমি যদি আরো কিছুদিন বাঁচতে পারতাম। তাহলে আপনাকে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম।' ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কথা শুনে মুহাম্মাদ (ﷺ) একটু শান্ত হলেন। ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল খুব করে চাইতেন যেন আমার মতো রাতগুলো বারবার আসে। তিনি যেন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে আসা আয়াতগুলো শুনতে পারেন। তিনি মাঝে মাঝেই হেরা পাহাড়ে উঠে বসে থাকতেন। বসে বসে ওয়াহীর জন্য অপেক্ষা করতেন।

একদিন অপেক্ষা শেষ হলো। কিন্তু পাহাড়ে নয়! এবার ওয়াহী আসলো মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বাড়িতে। আগেরবারের মতো এবারো তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘেমে যান এবং কাঁপতে থাকেন। তিনি খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডেকে বললেন তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে। খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে ঢেকে দিলেন।

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যেই আয়াতগুলো পড়লেন সেগুলো মুহাম্মাদ (ﷺ) ছাড়া আর কেউ শুনতে পেলেন না। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সূরা আল মুদ্দাস্সিরের কিছু আয়াত পড়লেন। আয়াতগুলো হলো–

"ওহে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা লোক! উঠুন! সতর্ক করুন! আপনার প্রতিপালকের সম্মান ঘোষণা করুন! আপনার জামাকাপড় পবিত্র করুন! অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন! কাউকে দান করলে বেশি পাবেন এই আশায় দান করবেন না। আপনার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরুন!"

এরপর নবী (ﷺ)-এর কাছে একটানা ওয়াহী আসতো। সবার শেষে যে আয়াতটি এসেছিল সেটি হলো–

"আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন ও আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের একমাত্র দ্বীন হিসেবে ঠিক করলাম।"

লাইলাতুল ক্বদ্‌র হতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। কারণ প্রথম ওয়াহী আর কুরআনের প্রথম আয়াত আমার মাঝেই প্রথম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনেক সম্মানিত করেছেন। কুরআনে আমাকে নিয়ে কথা বলেছেন। আমার মধ্যে তিনি অনেক ভালো ভালো জিনিস রেখেছেন।

সেই থেকে শুরু। এখন প্রতি বছর একবার করে আমি পৃথিবীতে আসি। প্রতি বছর রমাযানের শেষ দিনগুলোতে মুসলিমরা আমার জন্য অপেক্ষা করে। কারণ তারা জানে যে, আমি যখন পৃথিবীতে আসি, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আমি যখন আসবো তখন তোমরা মহান আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা-ই দিবেন। ❑

নিবন্ধ

সালাত আদায় করার সঠিক পদ্ধতি

(নারী ও পুরুষের সালাতের পদ্ধতি একই)

–আরাফাত ডেস্ক

সংক্ষেপে তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত

১. সালাতের শুরুতে মুখে নিয়ত (নাওয়াইতুয়ান...) বলা বিদআত। মনে মনে নিয়ত করতে হবে। * জায়নামাযে দাঁড়িয়ে "ইন্নি ওয়াজ্জাহতু... পড়া বিদআত। (তবে সানা হিসেবে নিয়ত বাঁধার পর পড়া যাবে)

২. ক্বিবলামুখী হয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠাবে (কিন্তু কান স্পর্শ করবে না)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭৯০, ৭৯৩)*

৩. বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখবে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৭৫৯; সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪০)*

৪. জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে কাতারের মাঝে পরস্পরের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে (দু'জন মুসল্লির মাঝে ফাঁক রাখা সুন্নাত বিরোধী)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১১০২)*

৫. সিজদার স্থান বা তার কাছাকাছি সীমার মধ্যে দৃষ্টি রাখবে। *(মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ১৭৬১)*

৬. সানা পাঠ করবে– "আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪৪)*। অথবা "সুবাহানাকা"– *(সহীহ মুসলিম)*। অথবা "ইন্নি ওয়াজ্জাহতু"।

৭. (ক) আঊযুবিল্লাহ-বিস্‌মিল্লাহসহ সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে– *(সহীহুল বুখারী- ৭৫৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৮৪৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৯০৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮২৩)*। **(খ)** পরের রাকআতগুলোতে বিস্‌মিল্লা-হ বলে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। **(গ)** মুসল্লি একাকী হলে বা যোহর ও আসর সালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ ও অন্য সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করবে। পরের দুই রাকআতে শুধু সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে।

৮. সূরা আল ফাতিহাহ্ শেষে আমিন বলবে। ইমামের পিছনে জেহরী সালাতে সূরা আল ফাতিহাহ্ শেষে উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলবে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৯৩২, ৯৩৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৮৫৬; সহীহুল বুখারী- হা. ৭৮০)*

৯. ক্বিরআত শেষে "আল্লাহু আকবার" বলে দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠিয়ে (রাফউল ইয়াদায়েন করে) রুকূ'তে যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৫-৭৩৯)*

১০. দুই হাত দ্বারা দু'হাঁটু শক্ত করে ধরে ভর দিয়ে পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে। হাঁটুসহ দুই পা ও সোজা রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮২৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭৯১, ২)*

১১. অতঃপর কমপক্ষে ৩ বার সুবহানা রব্বিয়াল আযীম পড়বে। *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৮১)*

১২. রুকূ' থেকে উঠার সময় "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৯৫)*

১৩. অতঃপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াবে এবং কাঁধ বা কান বরাবর দু'হাত উঠিয়ে "রাফউল ইয়াদায়েন" করবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৫-৭৩৯)*

১৪. তারপর বলবে "রব্বানা লাকাল হামদ"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৩)* অথবা "রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকা ফীহি"– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৭৭)*।

১৫. রাসূল (ﷺ) রুকূ' থেকে উঠে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে মেরুদণ্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮০০)*

১৬. রাসূল (ﷺ)-এর রুকূ', সিজদা, রুকূ' থেকে মাথা উঠানো, দুই সিজদাহের মধ্যবর্তী সময় প্রায় সমান হত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮০১)*

১৭. তারপর আল্লাহু আকবার বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে। *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৯৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৮৪০)*

১৮. হাত দু'টি ক্বিবলামুখী করে মাথার দুই পাশে কাঁধ বরাবর রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। *(বুলগুল মারাম- হা. ২৯৭)*

১৯. কনুই উঁচু রাখবে ও বগল ফাঁকা রাখবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮০৭)*

২০. সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নিচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মতো ফাঁকা থাকে। *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৯০)*

২১. দুই পা খাড়া করে এক সাথে মিলিয়ে রাখবে– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৯৩)* এ সময় আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে রাখবে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮২৭)*।

২২. কমপক্ষে ৩ বার "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" বলবে। *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৮৮৮)*

২৩. সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় প্রশান্তির সাথে বসবে।

২৪. দুই সিজদাহের মাঝখানে বলবে "রব্বিগফিরলী, রব্বিগফিরলী"– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৯০১)* অথবা "আল্লাহুম্মা গফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াদিনী, ওয়াআফিনী, ওয়ারযুক্বনী"– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৯০০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৪)*।

২৫. তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে ২য় সিজদায় যাবে ও দু'আ পড়বে। ২য় ও ৪র্থ রাকআতে দাঁড়ানোর সময় সিজদা থেকে উঠে শান্তভাবে বসবে। তারপর মাটিতে দুই হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮২৩)*

২৬. রাসূল (ﷺ) ২য় সিজদাহ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮০২)*

২৭. ২য় রাকআত শেষ করার পর বৈঠকে বসবে। ১ম বৈঠক হলে কেবল '"আত্তাহিয়াতু" পড়বে। *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭৯১)*

২৮. ১ম বৈঠক শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ বা কান বরাবর দুই হাত উঠিয়ে "রাফউল ইয়াদায়েন" করবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৫-৭৩৯)*

২৯. শেষ বৈঠক হলে 'আত্তাহিয়াতু, দরুদ, দু'আয়ে মাসূরা পড়বে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩৫)*

৩০. ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে ও আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮২৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭৯২)*

৩১. বৈঠকে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের পিঠে রেখে মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করবে– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৯৪-৯৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৯০৬, ৮, ১১, ১৩, ১৭)*। * 'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা' বলার সঙ্গে সঙ্গে শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে আবার ইল্লাল্লাহু বলে টুপ করে নামিয়ে ফেলার কোনো দলিল নেই।

৩২. এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৭৫)*

৩৩. তারপর "আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩৪)*

৩৪. সালাম ফিরিয়ে প্রথমে বলবে ১ বার "আল্লাহু আকবার" ও ৩ বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলবে এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে। * ফর্‌য নামায শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের দলিল নেই।

৩৫. সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬৮৩)*

৩৬. সাহু সিজদার নিয়ম : ১. শেষ বৈঠকে "আত্তাহিয়াতু, দরুদ, দু'আ মাসুরা পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদাহ্ দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০২১)* অথবা **২.** শেষ বৈঠকে "আত্তাহিয়াতু, দরুদ, দু'আ মাসুরা পড়ে সালাম ফিরানোর পূর্বেই দু'টি সিজদাহ্ দিবে এবং সালাম ফিরাবে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১২৩০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৬-৭৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০১৮)*। * **১.** সাহু সিজদার জন্য শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানোর কোনো দলিল নেই। **২.** দু'টি সিজদা দেওয়ার পর পুনরায় "আত্তাহিয়াতু, দরুদ, দু'আ মাসুরা পড়ার কোনো দলিল নেই।

৩৭. ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য মুক্তাদীরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১২০৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৯৮৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৩৫, ৪০)*। * "আল্লাহু আকবার" বলার কোনো দলিল নেই।

৩৮. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না বলে যে ধারণা প্রচলিত। তা সঠিক নয়। প্রয়োজনে ডানে, বামে, সামনে, পিছনে সরানো যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১১০৮)*

৩৯. জামা'আত চলা অবস্থায় অন্য নামায পড়া বিশেষ করে ফজরের সুন্নাত নামায পড়া হারাম– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৭৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০৫৮)*। * ফজরের সুন্নাত ছুটে

গেলে ফজরের ফর্‌য সালাতের পরে পড়া যাবে– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০৪৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১২৬৭)*।

৪০. উমরী কাযা আদায় করা বিদআত।

৪১. সুন্নাত না পড়ার জন্য মসজিদে লাল বাতি জ্বালানো বিদআত।

৪২. সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া বিদআত।

৪৩. মাগরিবের আযান ও ইক্বামতের মাঝে দুই রাকআত সুন্নাত নামায রয়েছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৮৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১১৬৫)*

৪৪. মসজিদের একপাশে আল্লাহ ও অন্য পাশে মুহাম্মদ লিখা অনুত্তম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৮৯৭)*

৪৫. এক ওয়াক্ত সালাত কাযা হলে এক হুকবা বা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা সঠিক নয়।

৪৬. উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র করা হারাম। *(সূরা আল আ'রাফ : ২০৫; সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৯২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৩০৩)*

৪৭. জামা'আতে অংশগ্রহণ করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা হারাম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯০৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১২৪৬)*

৪৮. মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ (বছর/মাস/দিন) বসে থাকা উত্তম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩০৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭২৪)*

৪৯. সবচেয়ে বড় চোর হলো সে যে নামাযে রুকূ' ও সিজদাহ্ পূর্ণ করে না– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৮৫)*। ১. সে নামাযীর নামায যথেষ্ট নয়, যে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৭৮)*। ২. যে ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না তার নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। ৩. নামায কবুল হওয়ার ৩টি শর্ত– পবিত্রতা, রুকূ' ও সিজদাহ্।

৫০. মু'মিন ও কাফিরদের পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৬৯)*। * সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোনো 'আমল পরিত্যাগ করাকে কুফ্‌রী বলে মনে করতেন না– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৭৯)*।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুই শ্রেণির মানুষ হবে, আমি যাদেরকে এখনো দেখিনি। প্রথম শ্রেণি ঐ সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে আঘাত করবে দ্বিতীয় শ্রেণির জাহান্নামী ঐ রমণীগণ যারা বস্ত্র পরিধান করেও (পাতলা ও আঁটোসাঁটো অথবা খাঁটো বস্ত্র) উলঙ্গ থাকবে। তারা অন্যদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে ঐ বিশেষ শ্রেণির উটের চূড়ার ন্যায়, যারা হেলেদুলে চলে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এতো এতো (বহু দূর) দূর থেকেও তার সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২১২৮)*

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবুল কাসিম (রাসূল ﷺ) বলেছেন, এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে (গর্বভরে) পথ অতিক্রম করছিল, হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধসে যেতে থাকবে। *(বুখারী- ৫৭৮৯; মুসলিম- হা. ২০৮৮)*

⊡ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ المُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

⊡ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী ﷺ নারীদের বেশ ধারণকারী বা অনুকরণকারী পুরুষ ও পুরুষের বেশ ধারণকারী বা অনুকরণকারিণী নারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৬ ও ৫৮৮৫)*

কবিতা

আসলো ধরায়

মোল্লা মাজেদ*

জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা একটি ফুল
আসলো ধরায় পাক বিধানে তরিয়ে নিতে মানব কুল
সাল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদ রাসূল।
বিপুল প্রভায় দীপ্ত শিখায়
জান্নাতি নূর ভাগ্য লেখায়
পথ হারা সব মানব কুলের দিক দিশারী সে রাসূল
জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা একটি ফুল।
সাল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদ রাসূল।

ধন্য মাতা মা আমিনা ধন্য সকল সৃষ্টি কুল
ধাত্রী মাতা দাই হালিমার বক্ষে দোলে সেই সে ফুল
সাল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদ রাসূল।

অবিশ্বাসী বদনসীবি
জ্যান্ত খবীস বে-হিসেবী
জাহান্নামের অতল তলে পড়বে যেদিন ভাঙবে ভুল
বিশ্বাসীদের শাফা'আতে আসবে তেড়ে যেই রাসূল
জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা সেই সে ফুল।
সাল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদ রাসূল।

[সমাপ্ত]

আমার পণ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

সত্য বলে মরবো আমি মিথ্যা বলে
বাঁচবো না
কথা দিয়ে রাখবো কথা প্রতারণা
করবো না
সরল পথে চলবো সদা বাঁকা পথে
চলবো না
অর্থলোভে ঈমানটাকে নষ্ট কভু
করবো না।

আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত
করবো না
সত্য ডাকে ছুটবো আমি ঘরের কোনায়
রইবো না
হালাল রুজি দিবো পেটে হারাম খাবার
ধরবো না
মাগনা পেলেও নেশাদ্রব্য দু'হাত দিয়ে
ছুঁইবো না।

কর্ম করে খাব কভু ছল চাতুরী
করবো না
ভালোবেসে যাব সদা কাউকে ঘৃণা
করবো না
পরের সুখে হাসবো আমি পরের দুঃখে
হাসবো না
দুঃখ-কষ্ট যতই আসুক ভেঙ্গে কভু
পড়বো না।

সুদের টাকা ঘুষের টাকা স্পর্শ আমি
করবো না
আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ হেলায় কভু
ছাড়বো না
যা বলার সামনে বলবো গীবত কভু
গাইবো না
ক্ষমতা পেলেও দেশের অর্থ লুটেপুটে
খাইব না।

এই দুনিয়ার মোহে পড়ে সেই দুনিয়া
ভুলবো না
দেশসেবায় মানবসেবায় পিছে পড়ে
থাকবো না
মিথ্যা শক্তির বিপদ বাধায় পিছু হটে
যাব না
মহান আল্লাহর বিধান ছাড়া কারো বিধান
মানবো না।

এই যদি হয় সবার রে ভাই, আমার মতো পণ
এই দুনিয়া হবে তখন সুখের আবাসন।

[সমাপ্ত]

---

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***সাদাক্বাতুল ফিত্‌র (ফিত্‌রা), যাকাত ও কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ের টাকা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সূরা ও আয়াত নং-সহ সহীহ হাদীস মোতাবেক (হা.সহ) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভাগ/বন্টনের নীতিমালা বিস্তারিত জানতে চাই।***

ইদরীস আলী
কিশোরগঞ্জ।

জবাব : যাকাত বন্টনের কথা আল্লাহ খাতওয়ারী আল কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন– *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০)*। যাকাতুল ফিতর মূলতঃ গরীব মিসকিনদের হক্ব– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬০৯)*। কুরবানী চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাও অনুরূপভাবে বন্টন করে দিতে হবে। ইসলামের বন্টননীতি সকল যুগে ও প্রেক্ষাপটে সমভাবে প্রযোজ্য। 'ফি সাবিলিল্লাহ' ও 'দাসমুক্তি'র খাতদ্বয়ও যথারীতি বলবদ থাকবে। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য সেসব খাত এটার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাতেও ব্যয় করা যাবে। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর রমাযান মাস এসে যায়। আমি নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে সে সময় রমাযানের সিয়াম রাখতে পারিনি। এটি আজ থেকে ১৭ বছর আগের কথা। বর্তমানে আমার মাঝে এ ক্বাযা সিয়াম আদায় করার প্রবল ইচ্ছা জাগছে। এক্ষণ কিভাবে আমি এ সিয়াম আদায় করব? আর দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আমার উপর কোনো কাফ্‌ফারা আসবে কি? দয়া করে মাসআলাটি দিয়ে আমার এ চিন্তা দূর করবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুড়িগ্রাম।

জবাব : ক্বাযা সিয়াম পরবর্তী রমাযান মাস আসার আগেই আদায় করতে হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পরবর্তী শা'বান মাস তথা রমাযানের আগেই বিগত বছরের ক্বাযা সিয়াম আদায় করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৬)* এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এক রমাযানের সিয়াম অন্য রমাযান আসার আগে আদায় করতে হবে; দ্বিতীয় রমাযান অতিক্রম করা যাবে না। অধিকাংশ 'আলেম এরূপ বিলম্ব করাকে জায়িয মনে করেননি। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলার ক্বাযা সিয়াম আদায়ে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। তাই আর বিলম্ব না করে দ্রুত ঐ সিয়ামগুলো আদায় করুন। উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ বিলম্বের জন্য কাফ্‌ফার লাগবে কি না, তা নিয়ে উলামাদের মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি, বিধায় কাফ্‌ফারা লাগবে না– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪)*। এ বিলম্বের জন্য খালিস নিয়তে তাওবাহ্ করতে হবে। আশাকরি দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আল কুরআনে যাকাত প্রদানের যে ৮টি খাত বলা হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে ফকির ও মিসকীন। আমার প্রশ্ন– ফকির ও মিসকীন কাকে বলে? এ দু'য়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।***

শফীকুর রহমান, কুমিল্লা।

জবাব : যাকাত প্রদানের নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যে ফকির ও মিসকীন দু'টি খাত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে সহজেই অনুমেয় যে, খাত দু'টির মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দু'এক বেলার খাবারও জুটে না। আর মিসকীন বলা হয়– যার কিছু আছে, তবে তা দিয়ে তার প্রয়োজন মেটে না– *(সূরা আল হাশ্‌র : ৮; সূরা আল কাহ্‌ফ : ৭৯)*। রাসূল (ﷺ) মিসকিনী জীবন কামনা করলেও ফকিরী জীবন হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন– *(মুসলিম- হা. ২৭১৩; আবূ দাঊদ- হা. ১৫৪৪, সহীহ; আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৮১; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৩১)*।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করেন। আমার প্রশ্ন– মসজিদ ছাড়া বাড়িতে ই'তিকাফ করা জায়িয হবে কি? এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কিছুটা বিতর্ক চলছে। দয়া করে দলিলভিত্তিক জবাব দেবেন।***

মো. শহীদুল ইসলাম
কুষ্টিয়া।

জবাব : ই'তিকাফ মসজিদেই করতে হয়। বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ করলে তা সঠিক হবে না; বরং এটিকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বৈরাগ্যতা বলা হবে। আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফকে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫ ও ১৮৭)*। কেননা, ই'তিকাফের পারিভাষিক অর্থই হচ্ছে– মহান আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য মসজিদে অবস্থান করা– *(আশ্ শারহুল মুমতি'আ- ৬/৪৯৯)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন। এ কারণে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়িতে ই'তিকাফ করাকে বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছেন– *(বায়হাক্বী- ৪/৩১৬)*। কাজেই ক্বিয়াসভিত্তিক ফাতাওয়ার আলোকে কারো বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ জায়িয হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমি যদি ই'তিকাফে থাকি আর কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়, তাহলে তার জানাযার সালাতে শরিক হতে পারব কি? বিগত দিনগুলোতে আমরা ই'তিকাফকারীকে এমন সমস্যার মুখোমুখী হতে দেখেছি। তাই বিষয়টি আগে-ভাগে জেনে নেয়াটা সংগত মনে করছি। আশাকরি আপনাদের কাছে সঠিক উত্তর পাব।***

মঈনুল ইসলাম, খুলনা।

জবাব : ই'তিকাফ অবস্থায় কারো জানাযায় যাওয়া জায়িয নয়– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৭৩)*। তবে কোনো কারণবশতঃ মসজিদে জানাযা হাজির করা হলে তাতে শরিক হওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যদি ই'তিকাফ করি, তাহলে কোনো প্রয়োজনে আমি আমার স্ত্রীর কোনো খিদমত নিতে পরব কি? একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।***

আ. সামাদ
গাইবান্ধা।

জবাব : একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি মসজিদে থেকেই আপনার স্ত্রীর দ্বারা কোনো খিদমত নিতে পারবেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "ই'তিকাফ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর চুল পরিপাটি করে দিতাম– *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭)*। তবে অবশ্যই সর্বপ্রকার শাহাওয়াত বা প্রবৃত্তির চাহিদা হতে পবিত্র ও মুক্ত থাকতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***যাকাতুল ফিত্‌র যাকে আমরা ফিতরা বলি, তা ফর্‌য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক কি-না? আমাদের সমাজের 'আলেমরা বলেন– ফিতরার জন্যও নিসাব প্রয়োজন। তা না হলে ফিতরা ফর্‌য হবে না। এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর পেতে আশাবাদী।***

মুহা. আমীনুল হক
গাজীপুর জেলা।

জবাব : যাকাতুল ফিত্‌র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরা ফর্‌য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি। তিনি (ﷺ) মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর যাকাতুল ফিত্‌র ফর্‌য করেছেন– *(বুখারী- হা. ১৮০৫; মুসলিম- হা. ৯৮৪; আবূ দাঊদ- হা. ১৬১১; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৭৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫০০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫)*। এখানে নিসাবের কোনো কথা উল্লেখ নেই। কাজেই যারা নিসাবের কথা বলবে, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ করবে– যা সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও দেখা যায় ঈদের সালাত সর্বদা মসজিদে আদায় করেন। আবার বেশিরভাগ খোলা মাঠে আদায় করে থাকেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মূলতঃ কোনটি ঠিক?***

মো. জাকারিয়া
গোপালগঞ্জ।

জবাব : ঈদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৮৮৯)*। আমরা সামান্য খেয়াল করলে দেখতে পাবো– মসজিদে নাববীর মতো কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নবী (ﷺ) উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। শরঈ কারণ ছাড়া মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমাদের এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় ঈদের সালাতে মহিলা জামা'আত ও মহিলা***

ইমাম দ্বারা খুতবাহ্ ও সালাত পরিচালিত হয়ে আসছে। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এভাবে সালাত আদায়ের যুক্তিকতা জানতে চাই।

মুহাম্মদ আশরাফ, চট্টগ্রাম।

জবাব : মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে মুসলিমদের জামা'আতে শামিল হয়ে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে আলাদা জামা'আত করে সালাত আদায় করার কোনো বিধান ইসলামী শরীয়তে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও বাদ দেননি। তারা সালাতে শামিল হবে না; তবে কল্যাণময় এ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করবে এবং মুসলিমদের দু'আয় শরিক হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪ ও সহীহ মুসলিম হা. ৮৯০)*

জিজ্ঞাসা (১০) : ঈদুল ফিত্র-এর তাকবীর কখন থেকে শুরু করতে হবে এবং কোন সময় পর্যন্ত বলতে হবে? এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানালে খুবই উপকৃত হব। *আব্দুল খালেক, চাপাইনবাবগঞ্জ।*

জবাব : রমাযানের পূর্ণতার পর সূর্যাস্ত হলে কিংবা ২৯ রমাযান অতিক্রমের পর ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই তাকবীর বলা শুরু করতে হবে এবং ঈদের সালাত পর্যন্ত এ তাকবীর চলবে– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)*। আর ঈদের তাকবীর হবে নিম্নরূপ :

"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।" ভিন্ন শব্দেও তাকবীর বর্ণিত আছে। *(সহীহুল বুখারী- ফাতহুল বারী, ২/৪৬২)*

উল্লেখ্য যে, এ তাকবীর প্রত্যেক মুসলিম নিজে নিজে উচ্চঃকণ্ঠে বলবে; সম্মিলিতভাবে বলার কোনো প্রমাণ সহীহ সুন্নাতে নেই। পৃথক পৃথক বলার মাধ্যমে সমস্বর হলে কোনো অসুবিধা নেই।

জিজ্ঞাসা (১১) : যাকাতুল ফিত্র আদায় করার নিয়ম কি? কোনো কারণবশতঃ ঈদের পর আদায় করলে চলবে কি? আমি একটি হাদীসে পড়েছি– ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে না-কি সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হয়। আসলে একথার সত্যতা কতখানি? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল হাই, জয়পুরহাট।

জবাব : ঈদের দিন ফজরের পর হতে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হয়– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬০৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮২৭)*। ঈদের পর আদায় করা সুন্নাত বিরোধী। আর সুন্নাত বিরোধী কাজ কেউ করলে সে গুনাহগার হবে। তাই বলে আদায় না করে কোনো উপায় নেই। ফিতরা প্রদান করতে হবে এবং বিলম্বের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো ব্যক্তি ঈদের দু'এক দিন আগে তা আদায় করে দিতে পারে। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 'আমল দ্বারা তা প্রমাণিত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২৩৯৭)*

আর আপনার জিজ্ঞাসা মতে ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে তা সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হবে মর্মে বর্ণিত হাদীসখানা সহীহ, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ- শরীয়ত নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার কারণে সাওয়াবের দিক থেকে কিছুটা কম বলে বিবেচিত হবে। ❑

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

প্রচ্ছদ রচনা

আমাদের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

মসজিদের নগরী খ্যাত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং ধারণক্ষমতার দিক দিয়ে বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ। তৎকালীন পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফ বাওয়ানি ও তার ভাতিজা ইয়াহিয়া বাওয়ানির উদ্যোগে এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

ইতিহাস : আব্দুল লতিফ ইব্রাহিম বাওয়ানি প্রথম ঢাকাতে বিপুল ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুল মুকাররম মসজিদ সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। নগরীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের নিকটবর্তী পুরান ঢাকা ও নতুন ঢাকার মিলনস্থলে মসজিদের জন্য ৮.৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। সেই সময় মসজিদের স্থানে পল্টন পুকুর নামে একটি বড় পুকুর ছিল যা ভরাট করে ২৭ জানুয়ারি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান মসজিদের কাজের উদ্বোধন করেন। মসজিদ কমপ্লেক্সের নকশার জন্য নিযুক্ত করা হয় সিন্ধুর বিশিষ্ট স্থপতি আব্দুল হুসেন থারিয়ানিকে। তিনি কমপ্লেক্স নকশার মধ্যে গ্রন্থাগার, অফিস, দোকান ও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেন। মসজিদের প্রথম পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার পর ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শুক্রবার জুমু'আর সালাতের মাধ্যমে মসজিদটি মুসল্লিদের সালাত আদায়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। আর প্রথম তারাবির সালাত আদায় করা হয় ২৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। মসজিদের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে প্রতিবছর সম্পূর্ণ রমাযান মাস ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাজারো মানুষের জন্য ইফতারের আয়োজন করে থাকে। সর্বশেষ ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি সরকারের অর্থায়নে মসজিদটি সম্প্রসারিত করা হয়।

স্থাপত্যশৈলী : বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে মুগল স্থাপত্যশৈলীর ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বেশ কিছু আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শনও রয়েছে। যেমন- মিহরাবটি অর্ধ-বৃত্তাকারের পরিবর্তে আয়তাকার যা এই মসজিদটিকে বাংলাদেশের অন্য যেকোনো মসজিদ থেকে আলাদা করেছে। এর অবয়ব অনেকটা মক্কা-আল-মোকাররমায় অবস্থিত পবিত্র কাবাঘরের অনুরূপে হওয়ায় মুসলমানদের হৃদয়ে এই মসজিদটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো : মসজিদের প্রধান ভবনটি আট তলা যা মাটি থেকে ৩০.১৮ মিটার বা ৯৯ ফুট উঁচু। প্রধান ভবনটির রং সাদা। মূল নকশা অনুযায়ী, ইসলামী স্থাপত্যের ধারায় মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ পূর্ব দিকে। মসজিদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে বিপণী বিতান ও বিশাল মার্কেট। প্রথম ফ্লোর থেকে ষষ্ঠ ফ্লোর পর্যন্ত প্রতি ফ্লোরে সালাত আদায় করা হয়। বর্তমানে মূল মসজিদ এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব স্থান মিলিয়ে সর্বমোট ৪০ সহস্রাদিক মুসল্লি একত্রে সালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের মুসল্লিরা যে জায়গা ব্যবহার করে থাকে, তা হলো পুরুষদের সালাতের জায়গা প্রথম ফ্লোর ২৬,৫১৭ বর্গফুট, মেজেনাইন ফ্লোর ১,৮৪০ বর্গফুট, দ্বিতীয় ফ্লোর ১০,৬৬০ বর্গফুট, তৃতীয় ফ্লোর ১০,৭২৩ বর্গফুট, চতুর্থ ফ্লোর ৭,৩৭০ বর্গফুট, পঞ্চম ফ্লোর ৬,৯২৫ বর্গফুট এবং ষষ্ঠ ফ্লোর ৭,৪৩৮ বর্গফুট। পুরুষদের ওযূখানার জন্য ব্যবহৃত হয় মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৬,৪২৫ বর্গফুট। মসজিদের অভ্যন্তরে তিনতলার উত্তর পাশে মহিলাদের জন্য পৃথক ৭,২৬২ বর্গফুটের ওযূর ব্যবস্থাসহ সালাত কক্ষ ও পাঠাগার রয়েছে। জুমু'আহ্ ও ঈদ উপলক্ষে সালাত পড়া হয় বাড়তি ৩৯,৮৯৯ বর্গফুট এলাকায়। সব মিলিয়ে মুসল্লিরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের ১ লাখ ২৫ হাজার ৬২ বর্গফুট এলাকা ব্যবহার করে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রমাযান-১৪৪৫ হি./২০২৪ ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রমাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	১২ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৭
০২	১৩ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৫২	০৬ : ০৭
০৩	১৪ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮
০৪	১৫ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫০	০৬ : ০৮
০৫	১৬ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৮
০৬	১৭ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৯
০৭	১৮ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৯
০৮	১৯ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪৬	০৬ : ১০
০৯	২০ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪৫	০৬ : ১০
১০	২১ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪৪	০৬ : ১১
১১	২২ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
১২	২৩ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
১৩	২৪ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
১৪	২৫ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১২
১৫	২৬ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১২
১৬	২৭ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
১৭	২৮ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৩
১৮	২৯ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
১৯	৩০ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
২০	৩১ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৪
২১	০১ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
২২	০২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৫
২৩	০৩ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৫
২৪	০৪ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৬
২৫	০৫ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৬
২৬	০৬ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৭
২৭	০৭ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৭
২৮	০৮ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৮
২৯	০৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৮
৩০	১০ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯

(আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ফাইন্ডার [ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী], সলাত টাইম এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত)

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.	(−) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭মি. ৫৪ সে.	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৮ মি. ০৬ সে.	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৭ মি. ১৮ সে.	(−) ০৪ মি. ৪২ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ৩০ সে.	(−) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ-২০২৪ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

রামাযানুল মুবারক

১৪৪৫ হিজরী ২০২৪ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাযানুল মুবারক। 'আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা'র** শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ** -এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্জ এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– বিশেষভাবে মাসিক অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল: ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

আরযগুযার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জমঈয়তে আহলে হাদীস উন্নয়ন তহবিল

নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদানকারীর

তথ্য ফরম

০১.	নাম (বাংলা)	:					
	নাম (ইংরেজি)	:					
০২.	মোবাইল নম্বর	:					
০৩.	ই-মেইল (যদি থাকে)	:					
০৪.	পিতার নাম	:					
০৫.	মাতার নাম	:					
০৬.	জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নম্বর	:					
০৭.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:					
০৮.	পেশা (টিক চিহ্ন দিন)	:	কৃষি/চাকুরী/ব্যবসা/অন্যান্য-				
০৯.	ঠিকানা (বর্তমান)	:					
১০.	ঠিকানা (স্থায়ী)	:					
১১.	সাংগঠনিক অবস্থান	:	শাখা:	এলাকা:		জেলা:	
১২.	অনুদানের পরিমাণ		১০০/-	২০০/-	৩০০/-	৫০০/-	১০০০/-
	(টিক চিহ্ন দিন)	:	২০০০/-	৩০০০/-	৪০০০/-	৫০০০/-	১০,০০০/-
১৩.	দাতা কোড নম্বর	:					
১৪.	স্বাক্ষর	:		তারিখ :			

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (উন্নয়ন)	বিকাশ মার্চেন্ট	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন
সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১৭৯০২০১৪৯৭০০৭ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	০১৭৯৮ ৮৮ ৪১ ৩২	০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২ (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর		জেলা জমঈয়ত সভাপতি/সেক্রেটারী	
		কেন্দ্রীয় সভাপতি/ সেক্রেটারী জেনারেল	

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ✆ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
✉ jamiyat1946.bd@gmail.com 🌐 www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা পৃথক শাখা

আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম

তাহফীজুল কুরআন
মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত